রাঁচি, সোমবার

11:06:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

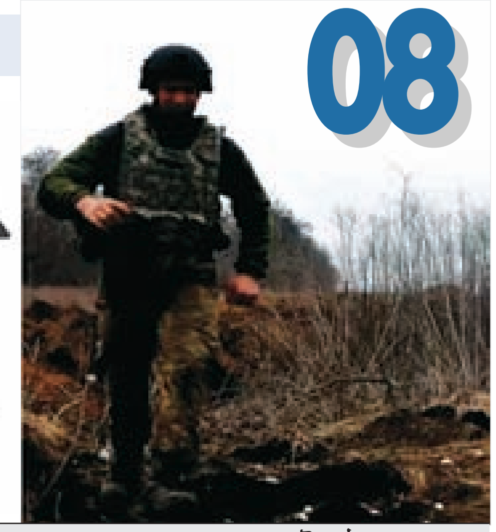

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>238 >>28 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৩৮ >> << ২৮শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

ইন্দোনেশিয়ার আনাক ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাত, ছাই ও লাভা ছড়িয়ে পড়েছে

ইন্দোনেশিয়া ঃ কর্মকর্তারা শনিবার জানান ইন্দোনেশিয়ার আনাক ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে বাতাসে ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত ছাই ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি ও ভূতাত্ত্বিক বিপদ প্রশমন কেন্দ্র জানিয়েছে, প্রধান জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত আগ্নেয়গিরি দ্বীপটিতে শুক্রবার গভীর রাত থেকে কমপক্ষে সাতবার বিস্ফোরন হয়েছে। কেন্দ্রটি জানিয়েছে, ২০১৮ সালে জাভা ও সুমাত্রা উপকূলে ভয়াবহ সুনামির কারণে পর্বতধসের পর এটিই ছিল দীর্ঘতম অগ্ন্যুৎপাত। সর্বসাম্প্রতিক এই অগ্ন্যুৎপাতে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং কোনও উচ্ছেদ আদেশ জারি করা হয়নি। আগ্নেয়গিরি থেকে নিকটতম জনবসতিটি সাড়ে ১৬ কিলোমিটার (সাড়ে ১০ মাইল) দূরে অবস্থিত । কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের অগ্ন্যুৎপাত ও ধ্বসের পর থেকে আনাক ক্রাকাটাউ দ্বীপটি এখন তার মূল আকারের মাত্র এক চতুর্থাংশ।

বাজার দর

SENSEX : 62625.63 -223.01
NIFTY : 18563.40 -71.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
41.00 °c	27.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .35 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .01 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চীনের জিনজিয়াং অঞ্চল পরিদর্শনে আরব লীগ, উইঘুর গণহত্যা প্রত্যাখ্যান

বেইজিং ঃ আরব লীগের একটি প্রতিনিধিদলের সাম্প্রতিক জিনজিয়াং সফরকে ব্যবহার করে চীন এই অঞ্চলে তাদের নীতির প্রতি সমর্থন তুলে ধরছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সফরে অংশ নেওয়া কূটনীতিক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বেইজিং যে প্রশংসা পেয়েছে তা চীনা প্রচারণা এবং সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। জিনজিয়াংয়ে উইঘুর এবং অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি চীনের আচরণ আন্তর্জাতিক উদ্বেগের একটি প্রধান কারণ। পশ্চিমা দেশগুলো জোরপূর্বক শ্রম, ধর্মীয় নিপীড়নের অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশ জিনজিয়াংয়ে যা ঘটছে তা গণহত্যা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং প্রতিনিধি দলের সফর সম্পর্কে চীনা কর্মকর্তাদের মন্তব্য এই সফরকে পশ্চিমাদের জাতিগোষ্ঠীগত গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান হিসাবে চিত্রিত করেছে। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেন, ৩০ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত জিনজিয়াং সফরকালে আরব লীগের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জিনজিয়াংয়ে চীনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ওই অঞ্চলের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রশংসা করেন। ওয়াং আরও বলেন, জিনজিয়াংয়ের মুসলমান এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু লোকেরা যে যত্ন পেয়েছে তার প্রশংসা করেছে আরব দেশগুলি এবং জিনজিয়াংয়ের উন্নয়ন এবং এর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য চীনের প্রচেষ্টার প্রতি তাদের দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেছে। ওয়াংয়ের মতে, জিনজিয়াংয়ের বিষয়ে আরব দেশগুলো সবসময় ন্যায়সঙ্গত অবস্থানে রয়েছে। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আরব লীগ ২২টি আরব দেশের একটি কনফেডারেশন, যার লক্ষ্য অভিন্ন স্বার্থে সমন্বয় সাধন করা। সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন যে আরব লীগের প্রতিনিধিদলের দ্বারা চীনের নীতির আপাত সমর্থন জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। ওয়াশিংটনভিত্তিক ভিকটিমস অব কমিউনিজম মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ ফেলো ও পরিচালক অ্যাড্রিয়ান জেনজ টুইটারে এক পোস্টে এই সফরকে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন। গত বছর জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর জিনজিয়াংয়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি মূল্যায়ন প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উইঘুর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চীনের পদক্ষেপ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের শামিল হতে পারে। চীনা সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া ও গ্লোবাল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিনিধি দলের জিনজিয়াং সফর পশ্চিমা গণমাধ্যমে তুলে ধরা বিবরণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

প্রিন্স উইলিয়ামের সামনে জ্ঞান হারালেন তিন সেনাসদস্য

লন্ডন ঃ যুক্তরাজ্যে 'ট্রুপিং দ্য কালার' নামের বার্ষিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে গতকাল শনিবার সেনাসদস্যদের চূড়ান্ত পর্যায়ের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়ামের উপস্থিতিতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ওই মহড়া চলার সময় অন্তত্পক্ষে তিনজন সেনাসদস্য জ্ঞান হারিয়েছেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাউসহোল্ড ডিভিশন এবং কিং'স ট্রুপ রয়েল হর্স আর্টিলারির ১ হাজার ৪০০-এর বেশি সেনাসদস্য গতকাল কুচকাওয়াজের মহড়ায় অংশ নেন। ওয়েলশ গার্ডের অনারারি কর্নেল হওয়ার সুবাদে উইলিয়াম ওই কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। শেষ দিনের এ মহড়াকে কর্নেলস রিভিউ নামে ডাকা হয়ে থাকে।

ওই কুচকাওয়াজে নিরাপত্তারক্ষীদের পরনে ছিল উলের তৈরি জামা এবং পায়জামা। তাঁদের মাথায় ছিল ভালুকের চামড়ায় তৈরি হ্যাট। লন্ডনে এখন পর্যন্ত এ বছরের সবচেয়ে গরম আবহাওয়া চলছে। এর মধ্যেই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রিন্স অব ওয়েলস উইলিয়াম নিজেও পুরোপুরি সামরিক পোশাকে ছিলেন। জ্ঞান হারানো সেনাসদস্যদের একজন সেনাবাহিনীর বাদক দলের সদস্য। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও তিনি তাঁর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। পরে চিকিৎসাকর্মীরা তাঁর কাছে ছুটে যান।

পরে এক টুইটার পোস্টে উইলিয়াম লিখেছেন, 'আজ সকালে কর্নেল রিভিউতে অংশ নেওয়া প্রত্যেক সেনাসদস্যের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আপনারা ভালোভাবে কাজ করেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।' উইলিয়াম বলেন, সংশ্লিষ্ট সবার কঠোর পরিশ্রম ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে এ ধরনের আয়োজন সম্ভব হয়েছে বিশেষ করে আজকের মতো পরিস্থিতিতে।

বিবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংস্থা ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে গরম আবহাওয়াজনিত সতর্কসংকেত জারি করেছে। গত গ্রীষ্মে লন্ডন ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা (৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) রেকর্ড করেছে, যা শহরটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। প্রতিবছর জুনে ট্রুপিং দ্য কালার কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ রাজা রানির জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। ১৭ জুন এ অনুষ্ঠান হবে। রাজা তৃতীয় চার্লস এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

তুরস্কে রকেট ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ৫ জন

আঙ্কারা ঃ একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন তুরস্কে একটি রকেট ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় শনিবার বিস্ফোরণের ফলে একটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং এই কারখানার মধ্যেই পাঁচজন কর্মী নিহত হয়েছেন। গভর্নর ভাসিপ সাহিন সংবাদদাতাদের জানান , দেশের রাজধানী আঙ্কারার উপকণ্ঠে সরকারি মেকানিকাল ও কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন চত্বরে সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণটি ঘটে। তিনি বলেন, ডিনামাইট তৈরির সময় রাসায়নিক বিক্রিয়াই সম্ভবত এই বিস্ফোরণের কারণ। প্রশাসন নিয়মমাফিক তদন্ত শুরু করেছে। বেসরকারি এনটিভি টেলিভিশন জানিয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে দ্রুত হাজির হয়। সেই সময় ওই চত্বর থেকে ধূসর ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশেপাশের দোকান ও বাড়ির জানালা ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে বলা হয়েছে, ওই চত্বরে থাকা প্রিয়জনদের খবর নিতে পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন।

সোমালিয়ায় সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন হোটেলে জঙ্গি হামলা, নিহত ৯ জন

মোগাদিশু ঃ সোমালিয়া সরকার জানিয়েছে, শুক্রবার মোগাদিশুর একটি হোটেলে আল শাবাব জঙ্গিরা যে হামলা চালিয়েছিলো, তার অবসান হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় পার্ল বিচ হোটেলে ঢুকে পড়া জঙ্গিদের নিরাপত্তা বাহিনী সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করেছে এবং বহু বেসামরিক নাগরিককে উদ্ধার করেছে। সোমালিয়ার পুলিশ বলেছে, এই হামলায় ৯ জন নিহত হয়েছে এবং আরো ১০ জন আহত হয়েছে। সোমালিয়ার পুলিশ কমান্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ছয়জন বেসামরিক নাগরিক এবং তিনজন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। পুলিশ আরো জানিয়েছে, হামলাস্থল থেকে শিশু, নারী ও বৃদ্ধসহ ৮৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সমুদ্র সৈকত সংলগ্নএই হোটেলে হামলাকারী আল শাবাব জঙ্গিদের নিষ্ক্রিয় করতে অভিযান পরিচালনা করে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা ভয়েস অফ আমেরিকার সোমালি সার্ভিসকে জানায়, হামলা শুরু হয় পার্ল বীচ হোটেলের বাইরে অনন্ত দুটি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এর পর বন্দুকধারীরা হোটেলের ভেতর প্রবেশ করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান, গুলির শব্দ শোনা যায় এবং ভবনের ভেতরে অজ্ঞাত সংখ্যক লোক আটকা পড়ে। বাকি লোকজন পেছনের দরজা ও জানালা দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভয়েস অফ আমেরিকার সোমালি সার্ভিসকে জানান, বিশেষ এলিট বাহিনী হোটেলের উপরের তলাযগুলোতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আল কায়েদার সঙ্গে যুক্ত আল শাবাব গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। এক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি বলেছে, মুজাহিদীনরা পার্ল বীচ হোটেলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখনো হোটেলটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে। হামলার কেন্দ্রস্থল এই হোটেল , লিডো বীচের কাছে অবস্থিত।এটি রাজনীতিবিদ এবং রাজধানী শহর ভ্রমণকারী সোমালি প্রবাসীদের জন্য একটি জনপ্রিয় গন্তব্যস্থল। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে সরকার শহর ও এর আশেপাশে নতুন প্রশিক্ষিত সামরিক পুলিশ মোতায়েন করার পর, মোগাদিশুতে অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করার সময় এই ঘটনা ঘটে। তবে এই গোষ্ঠীর সহিংসতা, দেশটির অন্যান্য অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছে।

শুক্রবার আরেকটি ঘটনায়, কোরিওলি ও জান্নালে এলাকার মাঝামাঝি অবস্থিত মুরালে গ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে শিশুসহ অন্তত ২৭ জন নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। একটি অবিস্ফোরিত গোলার বিস্ফোরণ হলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার দিনের আরও আগের দিকে আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ) থেকে শান্তিরক্ষা মিশন নিরাপত্তা দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বলে ঘোষণা দেয় সোমালিয়া। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২৬২৮ এবং ২৬৭০ প্রস্তাব অনুযায়ী জুনের শেষ নাগাদ দুই হাজার এইউ সৈন্যের সোমালিয়া ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

নজরদারি

যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় 'চীনের নজরদারি বেলুন' শনাক্ত ও তা ভূপাতিত করার দাবি করা হয়

কিউবা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আড়ি পাতছে চীন, দাবি ওয়াশিংটনের

ওয়াশিংটনঃ কিউবা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চীন নজরদারি করছে বলে অভিযোগ করেছে ওয়াশিংটন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের দাবি, ২০১৯ সালে কিউবায় নজরদারি সংক্রান্ত সরঞ্জাম ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার এই দাবি করা হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানায়, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আড়িপাতার জন্য কিউবায় অবকাঠামো নির্মাণে দেশটির সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছে চীন। ওই অবকাঠামো নির্মাণের স্থানটি ফ্লোরিডা থেকে মোটামুটি ১০০ কিলোমিটার দূরে। তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাইডেন প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'সংবাদমাধ্যম যেভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরছে, তার সঙ্গে আমাদের বোঝাপোড়া মিলছে না।' তবে প্রতিবেদনের কোন অংশ অসত্য, তা তিনি যেমন বলেননি, তেমনি কিউবায় আড়িপাড়ার অবকাঠামো নির্মাণে চীনের পদক্ষেপ নিয়েও বিস্তারিত কিছু বলেননি।

বাইডেন প্রশাসনের এই কর্মকর্তার ভাষ্য, বিষয়টি জো বাইডেন ক্ষমতায় (২০২১ সালের ১০ জানুয়ারি) আসার আগের চীন তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী তাদের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ওপর জোর দেয়।

এটা (চীনের আড়িপাতা) চলমান বিষয়, এটা নতুন কোনো খবর নয় উল্লেখ করে এই কর্মকর্তা বলেন, ২০১৯ সালে কিউবায় চীন গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জামের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা তথ্য আছে।

দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ওয়াশিংটনে চীনের দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা গত শুক্রবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের দেওয়া বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন। ওই বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হ্যাকার' অভিহিত করে দেশটির বিরুদ্ধে 'গুজব ছড়ানো ও পরনিন্দা করার' অভিযোগ তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে কিউবা সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। তবে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রতিবেদনটি প্রকাশের দিনই কিউবার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্লোস ফার্নান্দেজ দে কোসিও একে নাচক করে দেন। প্রতিবেদনটিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' অভিহিত করে তিনি বলেন, দশকের পর দশক ধরে কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করে রাখা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায্যতা দিতে এটা তাদের আরেকটি 'ধাপ্পা'। কিউবার এই মন্ত্রী আরও বলেন, তারা লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে যেকোনো ধরনের বিদেশি সামরিক উপস্থিতির বিরোধী।

গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় 'চীনের নজরদারি বেলুন' শনাক্ত ও তা ভূপাতিত করার দাবি করা হয়। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেই উত্তেজনা নিরসনে দুই পক্ষই সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ১৮ জুন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের চীন সফরে যাওয়ার পরিকল্পনার রয়েছে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ অবস্থায় চীনের আড়ি পাতার অভিযোগ তুলল যুক্তরাষ্ট্র।

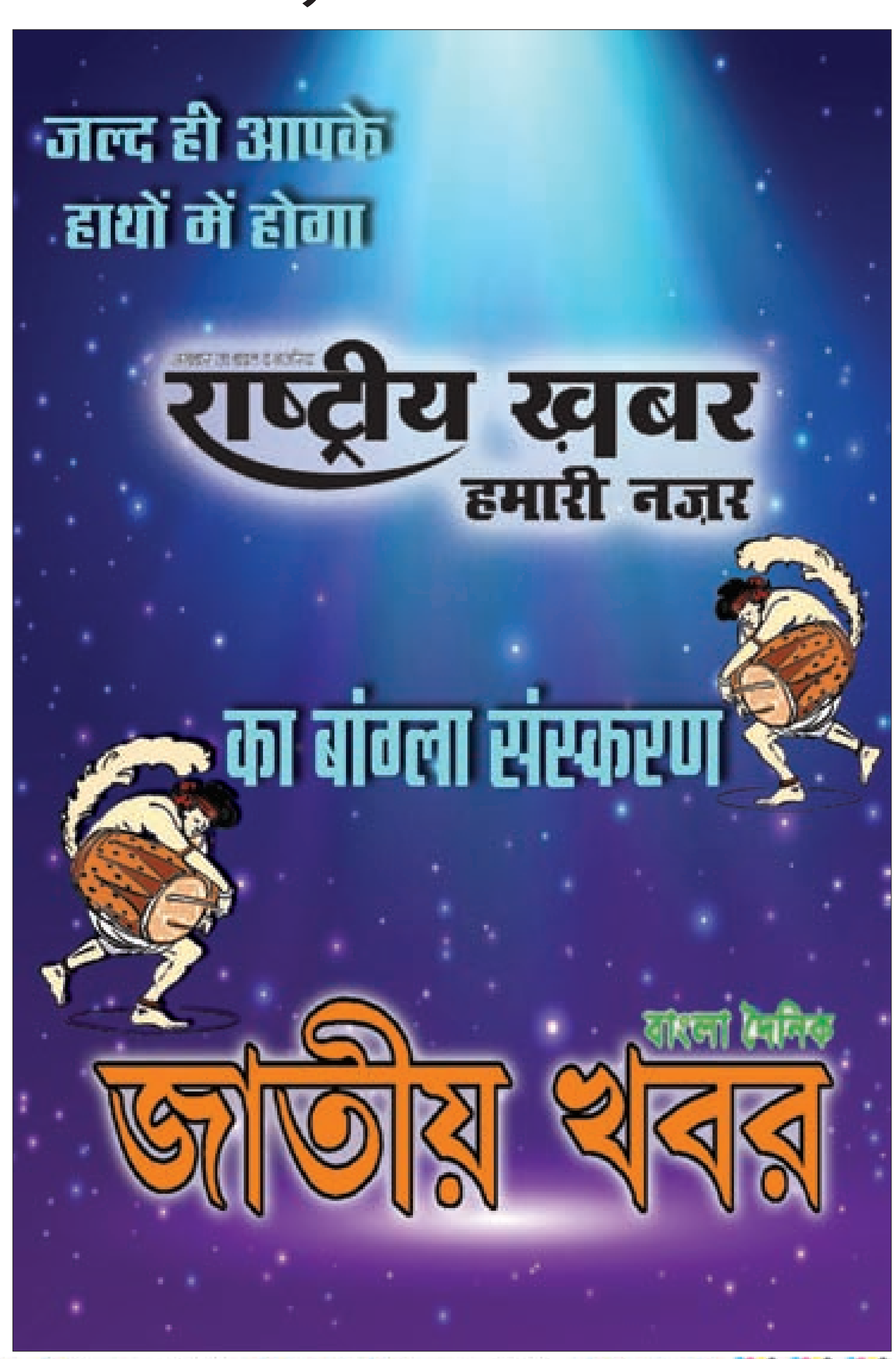

গরমে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় খাওয়াতে লক্ষ্য করা গেলো সকাল থেকেই

জলপাইগুড়ি ঃ বিভিন্ন কাজে পথে বের হওয়া মানুষকে ঠান্ডা জলের বোতলে চুমুক দিতে দেখা যায়। তিব্র গরমে মানুষের পাশাপাশি পশুদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় অস্থিরতা। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি শহরে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় খাওয়াতে সকাল থেকেই দেখা গেল মারওয়ারী মহিলা সংগঠনকে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার উপপুরপিতা রাজেশ কুমার সিং। মহিলাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক কে কে কর্মকার বলেন, এই গরমে খুব প্রয়োজন ছাড়া রোদে বের হওয়া যাবে না, স্যালাইন জল খেতে হবে, ডাবের জল খেলে ভালো। গরমে সিন্থেটিক পোশাক পড়া যাবে না সাধারণে পোশাক পড়া উচিত। এই রোদের হাত থেকে বাঁচতে টুপি, ছাতা ও সানগ্লাস পড়ে বাইরে বের হওয়া উচিত।লাগাতার বাড়ছে সূর্যের জোর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আজ থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার তাপমাত্রা চড়তে শুরু করবে। আজ থেকে অন্তত ২ দিন তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি থাকবে রাজ্যে। কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পর্যন্তও পৌঁছতে পারে বলে পূর্বাভাস।হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, পূর্ব মধ্যপ্রদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। যার দরুন উত্তরপশ্চিমের গরম শুকনো হাওয়া বইবে বঙ্গজুড়ে। দিনের তাপমাত্রা কমপক্ষে ২ ডিগ্রি বাড়তে পারে। আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। পাশাপাশি তালিকায় রয়েছে মালদা দক্ষিণ দিনাজপুরেও। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং ছাড়া রাজ্যের সব জেলাতেই বাড়বে গরম ও অস্বস্তি। উপকূলের জেলাগুলিতে আদ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতেও বাড়বে গরম। তবে উত্তর ও দক্ষিণের কিছু জেলাতে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রচন্ড গরমের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের স্কুলগুলিতেও গরমের ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে মমতা সরকার। ছুটির সময়সীমা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ১৫ জুন পর্যন্ত। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতায় পারদ পৌঁছতে পারে ৩৮ ডিগ্রির কাছাকাছি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির দাপট কমতে শুরু করবে। আর অন্যদিকে দাপিয়ে বাড়বে তাপমাত্রা। ফের সূর্যের তাপে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। তাই আপাতত হাঁসফাঁস গরমে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গবাসী। রেহাই নেই উত্তরবঙ্গেরও।

বিজেপির সাংগঠনিক জেলা শিলিগুড়ির ৬ষ্ঠ মন্ডলের উদ্যোগে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি পরিস্কার করা

শিলিগুড়ি ঃ ১লা জুন বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ৬ নম্বর মন্ডলের অন্তর্গত ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নৌকা ঘাট মোড়ে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি এবং চারপাশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ড.শঙ্কর ঘোষ , ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শ্রীমতি শিখা চ্যাটার্জী , ৬ নম্বর মন্ডলের সভাপতি শ্রী সুজয় বিশ্বাস ম ও ৬ নম্বর মন্ডলের সমস্ত কার্যকর্তা গন।

মন্দিরে লুটপাটের সময় ডাকাতদের সাথে সংঘর্ষে আহত সিভিক ভলান্টিয়ার

উত্তর দিনাজপুর ঃ গভীর রাতে দাসপাড়া সন্যাসীতলা শিব মন্দিরে চুরি।দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর জখম এক সিভিক ভলান্টিয়ার।। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ছয়জন দুষ্কৃতী মন্দিরে চুরি করতে আসে।। সে সময় রাতে পাহারায় ছিল দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। তখন দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ায় দুষ্কৃতীদের মারে এক সিভিক ভলান্টিয়ার গুরুতর ভাবে জখম হয়। এরপর দুষ্কৃতীরা মন্দিরের দুটি দানপাত্র নিয়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে রাতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। মন্দিরের চুরির ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন স্হানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।। মন্দির থেকে কিছুটা দুরে দানপাত্র থেকে টাকা পয়সা বেড় করে দানপাত্র গুলি ফেলে চলে যায় দুষ্কৃতী রা ।। বৃহস্পতিবার সকালে সেগুলো উদ্ধার করে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোরের আলো ফুটতেই হাতির আক্রমণে জীবনের আলো নিভে গেলো দাদার, পালিয়ে বাঁচলো ভাই

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার সবে তিস্তা পাড়ের জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারো পেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড়িকন এলাকায় ফুটেছে ভোরে আলো।ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নদীর চরের বাদাম খেতে কাজ করতে যেতেই অঘটন, গত প্রায় দু মাস ধরেই এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো জংলী হাতির পাল থেকে নিমেষেই ছুটে আসে এক গজরাজ সঙ্গে থাকা ভাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও মাত্র ২৪ বছর বয়সের এক সন্তানের পিতা সাগর দাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পরে গজরাজ।
আহত অবস্থায় দ্রুত জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করে।
ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসে বেলকোবা রেঞ্জের বন কর্মীরা।ঘটনা প্রসঙ্গে এক বন আধিকারিক জানান, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, আমরা দ্রুত সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করছি।
অপরদিকে এলাকার বাসিন্দা জিতেন দাস জানান, দু মাস থেকে আমাদের এলাকায় হাতির অত্যাচারে এই নিয়ে দু জনের মৃত্যু হোলো, দিন কয়েক আগেই এই বাদাম খেতে কাজ করার সময় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিলো এক মহিলার।
ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রাম, এলাকার বাসিন্দা রামেশ্বর দাস অভিযোগের সুরে বলেন, পর পর এই এলাকায় হাতি লোক মেরে ফেলছে কিন্তু বন দপ্তর উধাস।অপরদিকে মৃতের পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয়রা জলপাইগুড়ি বোদাগঞ্জ, গজলডোবা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল।

এসজেডিএ এবং ডিপার্টমেন্ট কাউন্সিলের পদাধিকারীরা গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি সভা করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ গ্রামীন এলাকার উন্নয়নে এসজেডিএ চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সহ আধিকারিকরা গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আধিকারিকরা। এসজেডিএ প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত হয় ওই বৈঠকবৃহস্পতিবার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, ফাঁসিদেওয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাজল ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ আইনুল হক সহ অন্যান্যরা। এদিনের বৈঠকে মূলত শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলায় জোরদার প্রস্তুতি সিপিআইএমের

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলায় জোরদার প্রস্তুতি সিপিআইএমের। নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলায় একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সিপিআইএম। বৃহস্পতিবার সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল এবং বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম। তিনি বলেন, বিজেপির এবং তৃণমূল ভোটের জন্য জাতের নামে, ধর্মের নামে উস্কানি দিয়ে চলেছে। বামফ্রন্ট মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছে। মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তখন তৃণমূল বিজেপি ভয় পাচ্ছে। যখন ঐক্য ভাঙতে পারছে না তখন কেনাবেচার রাজনীতি করছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নব জোয়ারের ডাক দিয়েছে কিন্তু শুকনো গাঙে আর বান ডাকছেনা। ভাটার টান শুরু হয়েছে। তাই শেষের দিকে যখন মার খাচ্ছে তৃণমূলের অফিস বন্ধ হচ্ছে তখন একজন বিধায়ক কে দেখিয়ে বলছে সব চলে এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুষ্ঠু নির্বাচন এর কথা বলছেন সব বাজে কথা। নতুন করে প্রার্থী বাড়ছে তা নয়। তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। যখন দেখছে পারছে না তখন তারা যেটা করতে পারে কেনাবেচা সেটাই করছে। তার বাড়তি আর কিছু করতে পারেনি। যারা দলবদলের কারবার করে সাবধান। এখন মানুষ ছবিতে জুতোর মালা পড়াচ্ছে। পরবর্তীতে মানুষ জুতোপেটা করবে। কৃষকরা যখন নতুন ফসল উৎপাদন করে তেমন রাজনীতিতে প্রত্যেক বছর আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন ছেলে মেয়েরা উঠে আসে। ১২ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস একটা নতুন নেতা তৈরি করতে পারলো না? সাগরদিঘী তে তৃণমূল যাকে প্রার্থী করেছিল সে ছিল বিজেপির। বিজিবিতে প্রার্থনা করেছিল সে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পাশের বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। এগুলোকে বলে রিসাইকেল ইন্ডাস্ট্রি (কাবারীর দোকান)। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তাবু খাটিয়ে সার্কাস করে কোন লাভ হলো না। এর থেকে সেই তাবুতে যামিনী সার্কাস বা জাম্বু সার্কাস হলে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু টিকিট বিক্রি হতো। তিনি আরো বলেন সিপিআইএম থেকে যারা নড়ে গিয়েছে বা সরে গিয়েছে তারা আবার ফিরে আসছে।

শিলিগুড়িকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পৌর আধিকারিকরা

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি শহরে নিষিদ্ধ রয়েছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার। কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন বাজার এলাকায় এখনো প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে। তাতে হ্রাস টানতে এদিন এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। এদিন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যক আধিকারীকেরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিল।

জেলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মালদা জেলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো । বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের উপস্থিতিতে এই রাজনৈতিক কর্মশালা উপস্থিত অনুষ্ঠিত হয় । এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, বিধায়ক চন্দনা সরকার, সাবিত্রী মিত্র, পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের রাজনীতি কৌশল ঠিক করতেই এদিন এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক কর্মশালার মাধ্যমেই দলের নেতা, কর্মীদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং তৃণমূল বিধায়কেরা। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মালদা জেলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে এদিন বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েই রাজনৈতিক কর্মশালার আযোজন করা হয়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ব্লক কমিটি, বুথ কমিটি সহ দলের নানান শাখা সংগঠনের ভূমিকা কি হবে, কিভাবে তাঁরা কাজ করবেন, মানুষের সঙ্গে আরও বেশি করে জনসংযোগ বাড়ানো সহ নানান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমাদের একটাই লক্ষ্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের সাফল্য এবং বিরোধীশূন্য করা। এদিন সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্ব এই রাজনৈতিক কর্মশালাই উপস্থিত হয়েছিল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার আহ্বান আমরা আমরা জানিয়েছি। বিভিন্ন সংগঠন গুলির নানান বিষয়গুলি শোনা সোনা হয় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়েও এদিন আলোচনা করা হয়েছে। এদিনের রাজনৈতিক কর্মশালয় তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, মুচলেকা দিয়ে পার্টি করতে হবে। টিকিটের জন্য নয়। এটা মাথায় রেখে যারা আসবেন তারাই পার্টি করতে আসবেন। দলের শাখা সংগঠনকে মনে রাখতে হবে মাদারের আগে কোন সংগঠন এক পা এগোবেন না। মাদারের পেছনে সবাই হাঁটবেন। যতদিন পর্যন্ত রহিম বক্সী সভাপতি থাকবেন তার নেতৃত্বেই পার্টি করতে হবে। এদিন ওই সভায় বক্তব্য রাখার সময় শাখা সংগঠনের কর্মীদের হুঁশিয়ারি দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, কেবলমাত্র গাড়িতে বোর্ড লাগানোর জন্য পদ আঁকড়ে বসে থাকবো, দলের কাজ করবো না তা বরদাস্ত করা হবে না। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই দল করতে হবে এবং আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাফল্য আনতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও হোম নার্সিং এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলো স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য

মালদা ঃপ্রাথমিক চিকিৎসা ও হোম নার্সিং এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলো স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য। মালদা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা হয়। আইহো সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রশিক্ষণের আযোজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা সমবায় উন্নয়ন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রুপম তালুকদার, সমবায় উন্নয়নের জনসংযোগ আধিকারিক বিকাশ মন্ডল, হবিবপুরের সমবায় পরিদর্শক সুমন মল্লিক। এছাড়াও ছিলেন, সমবায় উন্নয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য ও রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি। এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশিক্ষণের সূচনা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।এ বিষয়ে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির আধিকারিক জানান আমরা মালদা জেলাতে এই প্রথম মহিলাদের সাবলম্বী করতে জেলার হোম নার্সিং প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা হলো।বিশেষ করে মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকে এই প্রথম চালু করা হচ্ছে এ পরিষেবা বা প্রশিক্ষণ আজ উপস্থিত ছিল ১৫ থেকে ২০ জন মহিলা। যদি ঠিকঠাক হয় আগামী দিন জেলার বিভিন্ন ব্লকে এই প্রশিক্ষণ চালু করা হবে এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা ঘরে বসেই করতে পারে।এই প্রশিক্ষণ ঠিকঠাক হলে আগামীতে মালদা জেলা সহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চালু করা হবে।যেমন হার্ট অ্যাটাক, জ্বর, সর্দি, কাশি সহ ইনজেকশন কিভাবে করতে হয় এই সেই এই সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামী একমাস খাতাকলমে এই প্রশিক্ষণ করা হবে সপ্তাহে তিন দিন বর্তমানে আইহো এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা এসেছে এ প্রশিক্ষণ নিতে।

প্রচন্ড গরমের হাত থেকে স্বস্তি পেতে অনেকেই ভরসা রাখেন ঠান্ডা কোমল পানীয় জলের উপর, চিকিৎসকদের মতে,এই ধরনের পানীয় শরীরের জন্য একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়

শিলিগুড়ি ঃ প্রচন্ড গরমের হাত থেকে স্বস্তি পেতে অনেকেই ভরসা রাখেন ঠান্ডা কোমল পানীয় জলের উপর। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে,এই ধরনের পানীয় শরীরের জন্য একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার চেয়ে ডাবের জল, বাড়িতে থাকা অবস্থায় লবণ চিনি জল এবং ওয়ারেস জল পান করার পরামর্শ দিলেন ডক্টর শিশু বিশেষজ্ঞ অর্ক্যা সাহা। আজকাল রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে বিক্রি হয় ডাব আর বর্তমানে রোদ্রের প্রখর তাপে কিছুটা স্বস্তি পেতে অনেক কয়েকজনকে দেখা গেল ডাবের জল খেতে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি যা বলছে ,একটা ডাবের যে দাম অর্থাৎ ৫০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে এক একটি ডাব বিক্রি হচ্ছে সেই দামে মানুষ ডাবের জল না খেয়ে কিনছে নানান ধরনের ঠিক সেই দামেই ঠান্ডা পানীয় জল হয়তো অনেকে জানেই না এই ঠান্ডা পানীয় খেলে শরীরে কত ধরনের সমস্যা হতে পারে। তবে কি করবেন, এই প্রখর তাপের গরমে বাধ্য হয়ে সকলেই কিনছেন ঠান্ডা পানীয়। আর তাই বর্তমানে ডাবের জল খাওয়া মানুষের সংখ্যা অনেকটাই কমছে।

প্রতিবেশী দেশের দমকল ইঞ্জিনের সহযোগিতায় রক্ষা পেল গোটা বাজার

জলপাইগুড়ি ঃ প্রতিবেশী দেশের দমকল ইঞ্জিনের সহযোগিতায় রক্ষা পেল গোটা বাজার।বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হল তিনটি দোকান। তবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের দমকলের ইঞ্জিনের সহযোগিতায় বড়সড় দুর্ঘটনা রক্ষা পেল ভারতভুটান সীমান্তের ব্যবসায়ীরা। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারাহাট ব্লকের ভারত ভুটান সীমান্তের চামুর্চি চেকপোস্ট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দোকানের মধ্যে একটি দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে একটি দোকান থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর প্রাথমিকভাবে এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা নিজেরাই জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু তাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি, নিমেষের মধ্যেই আগুন আশেপাশের দোকানে ছড়াতে শুরু করে। বাসিন্দারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটান ও ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রে খবর দিলে ভুটান থেকে একটি ইঞ্জিন এসে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভারত ভুটান সীমান্তের এই এলাকা থেকে দমকল কেন্দ্র অনেক দূরে থাকায় সময়মতো ইঞ্জিন এসে পৌঁছোতে পারে না। আর এই কারণেই বানারহাটে দমকল কেন্দ্র তৈরির দাবি করেন ভুটান সীমান্তের বাসিন্দারা। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে সেটি এখনো পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।তবে একটা বিষয় দীর্ঘদিন থেকে উঠে আসছে ভারত ভুটান সীমান্তের চামুর্চি এলাকার বাসিন্দাদের যেকোন বিপদ আপদে পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের উপর নির্ভর করতে হয়। এমনকি বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ভুটানের উপর নির্ভর করে থাকেন এই এলাকার বাসিন্দারা।

নাবালকের সঙ্গে অশালীন আচরণের জন্য সাধুকে গ্রামবাসীরা মারধর করেছে, গ্রেফতার করেছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের কাশিবাটি এলাকায় এক নাবালিকার সাথে অশ্লীল আচরণ করার অপরাধে ভারত সেবাশ্রম সংঘের এক সন্যাসীকে ধরে গন ধোলাই দিলো গ্রামবাসীরা।স্বামী অনির্বানানন্দ নামে ওই সন্ন্যাসী বাড়ি বাড়ি চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে কাশিবাটি এলাকায় গেলে কাশিবাটি এলাকার একটি বাড়িতে ওই নাবালিকা একাই ছিলো সেই সময় ওই নাবালিকাকে একাই পেয়ে তাঁর সাথে অশ্লীল আচরণ করে বলে অভিযোগ।এরপরই ওই সন্ন্যাসীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে গ্রামবাসীরা।এরপরই হঠাই গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওই সন্ন্যাসীকে মারধর করতে শুরু করে।ভাঙচুর চালানো হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের গাড়িতে। এরপর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

শিলিগুড়ির ২০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে উদ্ধার হল দামি হরিণের কস্তুরি

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ির ২০ নাম্বার ওয়ার্ডের জেলখানার পাশে নির্জন রাস্তা থেকে একটি পরিতক্ত ব্যাংক থেকে উদ্ধার ৩৯ টি মৃগনাভি, যা কস্তুরী নামে পরিচিত জানা গেছে ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা দুই মহিলা রাস্তার দিয়ে যাবার সময় ব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখে ব্যাগটি থেকে সুগন্ধ বের হচ্ছিল তাতে তাদের সন্দেহ হয় এবং তারা কস্তুরী গুলি দেখতে পায় এরপর খবর দেওয়া হয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভয়া বসকে তিনি এসে বনদপ্তরে খবর দেন এবং বনদপ্তরের কর্মীরা এসে কস্তুরীগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তবে কোথা থেকে এলো কিভাবে এলো তা এখনো তদন্ত সাপেক্ষ

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার শারীরিক শোষনের, গ্রেফতার যুবক

আলিপুরদুয়ার ঃ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার শারীরিক শোষনের অভিযোগে কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জ থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠালো কালচিনি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, 'অভিযুক্ত যুবক বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি তিনি ব্লকের ডিমা এলাকার এক যুবতীর সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান, এরপর তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার শোষণ করে। যারপরে সেই যুবতি অভিযুক্ত যুবকের নামে অভিযোগ দায়ের করে।যার ভিত্তিতে কালচিনি পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে এদিন আদালতে পাঠায়।

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

আলিপুরদুয়ার ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক যুবক। ঘটনাটি কালচিনি ব্লকের ট্রলি লাইন এলাকার। স্থানীয় সূত্রে খবর, 'বৃহস্পতিবার কিশোর ওঁরাও নামে এক যুবক মোটরসাইকেলে করে কালচিনি থেকে ট্রলি লাইনের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি সড়কের ধরে ছিটকে পড়ে যান। যারপরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মন্দিরের জানালার রড কেটে বাঁকিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা

চাঁচলঃপ্রাচীন ভৈরবী মন্দিরে চুরির চেষ্টায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাকে ঘিরে উদ্বেগে রয়েছেন বাসিন্দারা।ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচল ১ নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবতীপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের ভৈরবী মন্দিরে।মন্দিরের জানালার রড কেটে বাঁকিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা।তবে মূর্তি বা কোনো মূল্যবান জিনিস চুরি করতে পারেননি দুষ্কৃতিরা।প্রথমে ওই এলাকার লালু দাসের নজরে আসে ঘটনাটি।বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি আমবাগান থেকে মন্দিরে যান।মন্দিরের বারান্দায় উঠতে ভাঙা জানালার দৃশ্য দেখতে পান তিনি। তৎক্ষণাৎ পাড়া প্রতিবেশীকে খবর দেওয়া হলে জড়ো হয় সকলে।সরজমিন খতিয়ে দেখেছে চাঁচল থানার পুলিশও।
মন্দির কমিটি ও এলাকাবাসী পুলিশি নিরাপত্তার দাবি তুলেছেন।কয়েক দশকে এইরকম ঘটনা চারবার ঘটেছে বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সম্পাদক সমরেন্দ্র নাথ দাস।তিনি বলেন,একবার চুরি হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ মূর্তি উদ্ধার করেছিল।বারবার এমন ঘটনা ঘটায় আতঙ্কে রয়েছি আমরা।তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার দাবি তুলেছেন।পাশাপাশি পুলিশি নিরাপত্তার দাবি উঠেছে। জানা গিয়েছে ওই মন্দিরে, মহামূল্যবান কষ্টি পাথরের তৈরী ভৈরবী মূর্তি সহ অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে।২০১৩ সালে পাশের পুকুর থেকে বেশ কয়েকটি কষ্টি পাথরের মূর্তি উদ্ধার হয়।সেগুলি মন্দিরেই রাখা হয়েছে।মূর্তি চুরি চেষ্টা চালিয়েছে দুষ্কৃতিরা বলে অভিযোগ কমিটির।ঘটনার বিবরণ নিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত ভাবে জানাবেন বলে জানানো হয়েছে কমিটির তরফে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের পর চীনে দূতাবাস খুলল হন্ডুরাস

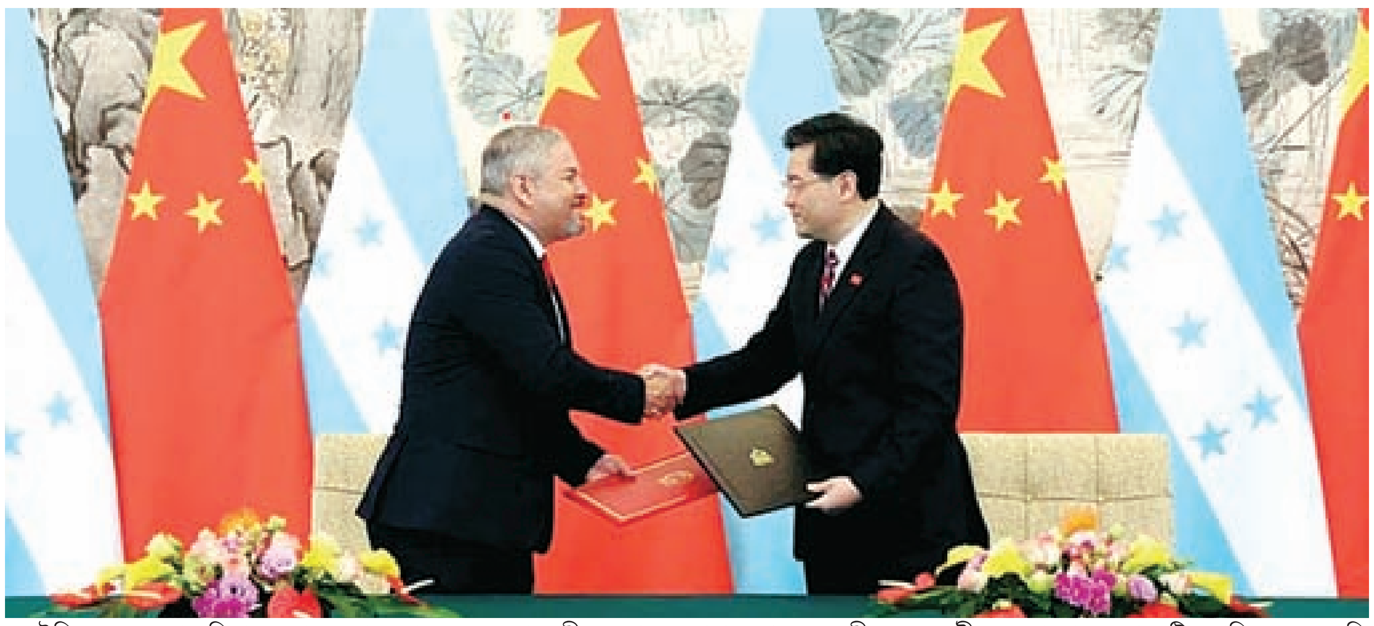

বেইজিং ঃ মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস আজ রোববার চীনে তার দূতাবাস খুলেছে। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম খবরটি জানিয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর হন্ডুরাস এমন পদক্ষেপ নিল। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেইজিংয়ে দূতাবাসটি উদ্বোধন করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট জিওমারা কাস্ত্রো রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে অবস্থান করছেন। সফরকালে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা আছে। গত মার্চে হন্ডুরাসের সরকার তাইওয়ানের সঙ্গে কয়েক দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করে বেইজিংয়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। চীনের দাবি, তাইওয়ান তাদের ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যদিকে তাইওয়ান নিজেদের স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র মনে করে। চীন চায়, তাদের অবস্থানকে মিত্রদেশগুলো স্বীকৃতি দিক। তাইওয়ানের সঙ্গে এখন মাত্র ১৩টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে। এগুলোর বেশির ভাগই মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ।

বিনা নোটিশে কর্মী ছাটাই। প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মীদের

জলপাইগুড়ি। কোনোও নোটিশ নয় সরাসরি রিজাইন লেটার পাঠিয়ে দিলো কর্মীদের হাতে। পাশাপাশি তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে রিজাইন লেটারে সই না করলে চলতি মাসের মাইনে পর্যন্ত দেওয়া হবেনা। এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বহুজাতিক সংস্থার জলপাইগুড়ির শপিং মলের গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হোলো ওই কোম্পানিতে কর্মরত সিকিউরিটি গার্ডের কর্মীরা

তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে র‍্যালি

জলপাইগুড়ি ঃ তামাকজাত দ্রব্য সেবনে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে মারন ব্যাধিতে ,সেই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।তামাক সেবনে শ্বাসনালীতে সংক্রমণ, শ্বাসনালীর অবনতি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার মতো মারন ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। ধূমপানেও প্রবল ঝুঁকি! শিশুদের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে।বুধবার তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে ধূপগুড়ি থানার তরফে আযোজন করা হয় তামাক বিরোধী র‍্যালি । এদিনের র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা, আবগারি দপ্তরের অধিকারীক সহ ধূপগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীরা।র‍্যালিতে প্ল্যাকার্ড হাতে অংশ নেয় তাইকুন্ডো শিক্ষার্থীরা। এদিন র‍্যালিটি ধূপগুড়ি থানা থেকে শুরু হয়ে বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় থানায় এসে শেষ হয়।

মেয়র এবং এনবিএসটিসি আধিকারিকরা তিনবাত্তি মোড়ে নতুন বাস টার্মিনাস জমি পরিদর্শন করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে তিনবাত্তি মোড়ে নতুন বাস টার্মিনাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার ওই এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র ও NBSTC এর আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, শহরের যানজট সমস্যা মোকাবেলায় শহরের ভেতরে থাকা বাসস্ট্যান্ডকে তিনবাত্তি মোড়ে স্থানান্তরিত করা হবে। তার জন্য সেখানে নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি করা হবে। জানা গিয়েছে **NBSTC** এর জমির ওপর ওই বাস টার্মিনাস তৈরি হবে। বুধবার, ওই এলাকা পরিদর্শন করে সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন মেয়র গৌতম দেব। জানা গিয়েছে, সেখানে আগে NBSTC এর কার্যালয় ছিল। এবার সেই জায়গাকে পুরনিগমকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে NBSTC ও রাজ্য পরিবহন দপ্তর। এদিন এই পরিদর্শনে মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই, বরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা সহ অন্যান্যরা।

জলপাইগুড়িতে বিমান বসু

জলপাইগুড়ি ঃ বিমান বসু জলপাইগুড়ি।সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র (কালীঘাটের কাকু) গ্রেফতার প্রসঙ্গে বুধবার সকালে জলপাইগুড়িতে বিমান বসু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এভাবে সম্পত্তি বেড়েছে আর এই সম্পত্তি বাড়ার লিস্ট যেভাবে বেরোচ্ছিল তাতে বোঝাই যাচ্ছিল,আর ইডি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে কালীঘাটের কাকু নামে যিনি বিখ্যাত তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। আর কালীঘাটের কাকু একটা কথা বলেছেন যে তার সাহেব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেননি বলেছেন তার সাহেব। সে তাই তাকে কেউ কিছু করতে পারবেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি অনিয়ম বেনিয়ম হয়, আর যদি আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয় তাকে ছুঁতে পারবেনা এমন কথা বলার অর্থ তার স্তাবক।কাজেই কোন তথ্য প্রমাণ পেয়েছে সম্পত্তির হদিশ সহ ব্যাংক ডিটেল পেয়েছে তখন তাদের গ্রেফতার করেছে। এখন আইন অলোক ব্যবস্থা হবে। যারা বিয়েশাদী কাজ করে মানে আয়ত থেকে ব্যয় বেশি করে তাদের কিন্তু এ ধরনের অবস্থা হওয়াটা অস্বাভাবিক না। এটা অনেকেই অনুমান করছিলেন এরপরে কালীঘাটের কাকু তারপরে কে? এটা এখনই বলা যাবে না আস্তে আস্তে প্রকাশিতব্য।এরই পাশাপাশি কুস্তিগীদের নিয়ে বলেন তারা ভারতের সম্মান বাড়িয়েছে বিশ্বের দরবারে। ভারতের সম্মান যারা বাড়ানোর তাদেরকে অসম্মানিত করা তাদের উপর নির্যাতন করা এটা ভারতের পক্ষে লজ্জা।

ফুটপাত দখলমুক্ত করবে পৌরসভার অভিযানের বিরুদ্ধে হকার সংগঠনের মিছিল

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে হকার উচ্ছেদ করে ফুটপাত দখলমুক্ত করার ঢেউ আছড়ে পড়লো পৌরসভায়।বিগত কয়েক দিন থেকে জলপাইগুড়ি পৌরসভা এবং পুলিস প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে শহরের ব্যাস্ততম রাস্তার ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি পথের পাশে বসে ব্যাবসা করে চলা হকার্স দের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।বুধবার এই অভিযানকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে এর বিরূদ্ধে পথে নামলো সি আই টি ইউ অনুমোদিত রাজ্য স্ট্রিট ভেন্ডার এন্ড হকার্স ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলার সদস্যারা।বুধবার শহরের সমাজ পাড়া মোড়ে জমায়েত হয়ে সংগঠণের জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য স্ট্রিট ভেন্ডার এবং হকার্সরা মিছিল করে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় পৌঁছে নিজেদের দাবি গুলো পৌর প্রসাশনের সামনে তুলে ধরে।আঃেদালন প্রসঙ্গে সংগঠণের জেলা সম্পাদক নীলাঞ্জন নিযেগী বলেন, কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা না করেই যে ভাবে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি আমরা।এরপর আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবো আমরা।

কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবীতে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসলো সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর সদস্যারা। এদিন তারা আন্দোলন কর্মসূচিতে যোগ দিতে ডি এম অফিসে ঢুকতে গেলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। পরে তারা অফিসের সামনে ধর্নায় বসে।এদিনে ধর্নার পাশাপাশি তারা রাজ্যের সমস্ত সরকারি শূন্য পদে স্বচ্ছভাবে কর্মী নিয়োগ নিযেগে, কালা কানুন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবীতে স্মারকলিপি জমা দেবে বলে জানা গেছে

কোচবিহারের খেলোয়াড়রা ময়ূর কাপ ২০২৩, আন্তর্জাতিক কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ৯টি স্বর্ণ, ১০টি ব্রোঞ্জ এবং ২টি রৌপ্য পদক জিতেছে

কোচবিহার ঃ ময়ৌর কাপ ২০২৩, ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হলো ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের ঝাপাতে। এখানে সাতটি দেশ পার্টিসিপেট করেন তাদের মধ্যে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, এই সাতটি দেশ থেকে বহু পার্টিসিপেট সেখানে অংশগ্রহণ করেন। ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে খেলতে যান এবং পিছিয়ে নিয়ে কোচবিহার, আমাদের জেলা থেকে রাহুল স্পোর্টস ক্যারাটে দু একাডেমি থেকে প্রায় ১৪ জন খেলোয়াড় তারা পার্টিসিপেট করতে যায় গত মাসের ২৬ তারিখ। সেখানে ২৭-২৮ দুদিনের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই ১৪ জনের মধ্যে একজন অসুস্থ হওয়ার কারণে সেখানে ১৩ জন পার্টিসিপেট করেন মূলত দুটি ক্যাটাগরিতে সেখানে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে ৯ জন গোল্ড ১০ জন ব্রোঞ্জ এবং দুটো সিলভার মেডেল তারা প্রাপ্তি করে। তার পাশাপাশি এই খেলায় অংশগ্রহণ করে তারা সবদিকে স্বচ্ছতা ভাবমূর্তি রেখে এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাতে তারা দ্বিতীয় হয়েছেন বলে জানান। এর আগেও তারা পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের কেউ সেখানে খেলে এসেছেন এবং ভালো ফলাফল করেছিল। এবার নেপালে ভালো ফলাফল করেছে, আগামীতে এই ছাত্রছাত্রীরা অলিম্পিকে যাবেন বলে তাদের মনস্থির করেছে।

মোদের গরব মোদের আশা...

সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে দুই দেশের জাতীয় কবিকে স্মরণ

রাঁচিঃ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে রবিবার বিবেকানন্দ পথে অবস্থিত ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরীর সভাকক্ষে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমবেত কণ্ঠে সম্মেলন সঙ্গীত অতুলপ্রসাদ সেন রচিত মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা... দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সংগঠনের রাঁচি শাখার সভাপতি ডক্টর শিপ্রা ভট্টাচার্য, সম্পাদক সিদ্ধার্থ জ্যোতি রায় ও কোষাধ্যক্ষ গৌতম ভট্টাচার্য একে একে বক্তব্য রাখেন। পলি রায় স্তোত্রপাঠ করেন। এরপর অনিমা ঘোষের নেতৃত্বে অদিতি মিত্র, ডক্টর পম্পা সেন বিশ্বাস, করবী দত্ত, নিতা ভট্টাচার্য ও পিকলু নন্দী রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতির মাধ্যমে দুই দেশের জাতীয় কবিদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। লিলি মুখার্জী ও সহশিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও প্রণতি চৌধুরীর নির্দেশনায় সোনালী চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা সাহা, রুমা চ্যাটার্জী, সুস্মিতা রায়, পারমিতা ভট্টাচার্য, তন্হী তৃষিতা, চৈতালী সরকার, শর্মিলা, অপরাজিতা প্রভা, অনুরাধা ও সুচেতা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় উত্তম ঘোষ ও সিন্থেসাইজারে সৌরভ দেব শিল্পীদের সাথে সঙ্গত করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত পৃথিবী কবিতাটি পাঠ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মিনতি ব্যানার্জী, উৎপল সিন্হা ও অন্যান্যরা। সর্বশেষে তন্বী তৃষিতা, অদিতি পালিত, সিলভিয়া, জিয়া, অনন্তিকা, সুস্মিতা, বেদাংশী মিনা, স্বারা, অহনা, শিবাংকা, অন্ভী, শিবান্যা, ঋষিকা, শান্ভী,

উষশী, অনুষ্কা ও শকুন্তলা নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন শান্তনু কোটাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুস্মিত বোস।

ইনজেকশন দেওয়ায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ইনজেকশন দেওয়ার পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘিরে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রবিবার সকালে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । মৃতের নাম রবীন দাস (২৮) বাড়ী সিউড়ি দুই নং ব্লকের ভগবানবাটী গ্রামে । ভাগ্নে কঙ্কন মন্ডল বলে, শনিবার গ্যাস অম্বল নিয়ে ভর্তি করি রাতে ডাকতার দেখে যাই । রবিবার সকালে উঠে বমি করে পায়খানা করে । শ্বাসকষ্ট শুরু হলে নার্সকে ডাকলে একটি ইনজেকশন দেয় । তারপর শরীর নীল হয়ে যায় । ইনজেকশন দেওয়ার পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে মারা যায় । হাসপাতাল সুপারের কাছে অভিযোগ জানাবো ।

বিজেপি ও কংগ্রেসে যোগদান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে যত এগিয়ে আসছে তত তৃনমূল ত্যাগের হিড়িক বাড়ছে অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায় । ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর দুইনং ব্লকের দক্ষিণগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান শিউলি দে সহ প্রায় তিনশোজন তৃণমূলকর্মী রবিবার বোলপুরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে । নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বোলপুর সাংগাঠনিক সম্পাদক অর্জুন সাহা । শিউলি দে বলেন, তৃনমূল চোরের দল তাই বিজেপিতে যোগদান করলাম । যদিও তৃনমূল সূত্রের দাবি, চারমাস আগে অনাস্থা এনে শিউলি দে কে প্রধান পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল । দক্ষিণগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মেঘনাদ দাস বলেন, বিজেপি থেকে যারা তৃনমূলে এসেছিল তারা জায়গা করতে না পেরে আবার বিজেপিতে ফিরে গিয়েছে । এতে তৃনমূলের কোনো ক্ষতি হবে না । কোটাসুর কংগ্রেস পার্টি অফিসে নয় জুন ময়ূরেশ্বর দুইনং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থিতিতে উলকুন্ডা গ্রামপঞ্চায়েত থেকে রহিম সেখ জয়,মনোরুদ্দিন সেখ দুলাল,রহমতুল্লা সেখ ইনকার, বসিরউদ্দিন মল্লিক সহ পাঁচশোজন তৃনমূল পদত্যাগ করে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে । তাঁদের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা ।

বিরোধীদের মনোনয়ন আহ্বানে মাইকিং তৃণমূল বিধায়কের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ দশ জুন লাভপুরে মনোনয়ন করতে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঠিক তার পরেরদিন রবিবার এগারো জুন সকালে লাভপুর এলাকায় বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে আহ্বান জানিয়ে মাইকিং করলেন তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ । বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব আছে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার । গনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবে বিরোধীদের আহ্বান জানাতে মাইকিং করলাম । রাজ্যের সিদ্ধান্ত সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ । তৃনমূলের কোনো কমী কোথাও বাধা দিলে সেটা তার ব্যাক্তিগত বলে মনে করবো । দল তার দায়িত্ব নেবে না । প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলবো । শনিবারে বিজেপিকমীদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে বিধায়ক বলেন, বিচ্ছিন্ন ঘটনা । বিডিও অফিসের একশো মিটারের মধ্যে অশান্তি হয় নি ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোট নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বাম কংগ্রেস

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ রবিবার বিকালে সিউড়ি সিপিএম কার্যালয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিএম ও কংগ্রেস । সিপিএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত গনতন্ত্র । তৃনমূল বিজেপি স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে আমাদের এই জোট । বীরভূম জেলাপরিষদের বাহান্নটি আসনের মধ্যে বিয়াল্লিশটি আসনে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে । বাকি দশটা আসন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে । এখনো পর্যন্ত বত্রিশটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা করা হয়েছে । ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে । মানুষ তৃনমূলের বিরুদ্ধে গিয়েছে । বামফ্রন্ট আইএসএফের সঙ্গে আছে । সিপিএমের থেকে আইএসএফকে আসন ছাড়বে । কংগ্রেস জেলা সহসভাপতি চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, মানুষের ব্যাপক আস্থা আছে বামফ্রন্ট কংগ্রেস জোটের উপর । বাধা এলে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে । লোকসভা নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবো । লাভপুরে বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দিতে আহ্বান জানিয়ে তৃনমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিংহের মাইকিং প্রসঙ্গে সিপিএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না । বিধায়ক কার্যত নিজেদের লোকজনকে মানা করছে । কমিশনকে লিখিত অভিযোগ করবো । ফরওয়ার্ড ব্লক প্রাক্তন বিধায়ক দীপক চ্যাটাজী,সিপিআইএমএল লেবারেশনের পক্ষে সুবোধ মিত্র,আরএসপি জেলা সম্পাদক স্বপন রায় উপস্থিত ছিলেন ।

সদাইপুর ও রামপুরহাট পুলিশের রুট মার্চ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বীরভূম জেলাকে স্পর্শকাতর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । দশম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী আটই জুলাই অনুষ্ঠিত হবে । পঞ্চায়েত ভোট শুরু হওয়ার আগে রামপুরহাট থানা এবং সদাইপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে রুট মার্চ করা হয় রবিবার এগারো জুন বিকালে । রামপুরহাট একনং ব্লকের বড়শাল,মাশরা,আয়াস গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকায় রুট মার্চ করে রামপুরহাট থানার পুলিশ । সদাইপুর থানার ওসি মোহাম্মদ মিখাইল মিঞার নেতৃত্বে ভুরকুনা,সিউড়, লিয়ারা, কামারডাঙ্গাল, ইটেকোলা, সাহাপুর, সেলারপুর,কুইঠা,রেঙ্গুনি এবং যাত্রা গ্রামে রুট মার্চ করে পুলিশ । পুলিশকর্মীরা সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখেন যাতে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে । গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলেন যা কিছু হবে তা পুলিশ প্রশাসনকে জানানোর জন্য বার্তা দেন ।

দার্জিলিং মোড়ে হিন্দি সাংবাদিকতা দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি ঃ হিন্দি সাংবাদিক দিবস আজ ভারত জুড়ে উৎসাহের সাথে পালিত হচ্ছে, তবে এর পিছনের ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই, ভারতের সংবিধান সাংবাদিকদের ভারতের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সম্মান করে। যার কাজ কোন চাপ ছাড়াই সত্য তুলে ধরা। বহু বছর আগে তামার পাতায় লেখা এবং পরে কাগজে, টেলিভিশনে এবং এখন মোবাইলেও সত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই কাজটি তারা করে যাচ্ছেন অবিরাম। এই বিশেষ দিনে আজ শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে আযেজিত অনুষ্ঠানে হিন্দি সাংবাদিকতার বিশেষত্ব তুলে ধরা হয়। এর পাশাপাশি, ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায়, একটি সাংবাদিক সংগঠন রাস্তায় হাঁটার সময় মানুষকে ঠান্ডা পানীয় সরবরাহ করে হিন্দি সাংবাদিকতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অনেক সাংবাদিককে সম্মাননা জানানো হয়।

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সারলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সারলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার, শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউজে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক।জানা গিয়েছে, পরিবহন দপ্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ও নতুন কিছু কাজ নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার কঙ্খ্রগ, ঙ্খ্রগ, জেলা শাসক সহ পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিবহন সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে এদিন আলোচনা সারেন মন্ত্রী।

নদী পরিষ্কার ও দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদী পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি । নদী পরিস্কার ও দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদী পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব। বুধবার সকালে তিনি ওই নদীগুলি পরিদর্শনে যান।

শিলিগুড়ি শহরের নদী সংস্কারে তৎপর শিলিগুড়ি পুরনিগম। মৃতপ্রায় ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর পাড় বাঁধানো, তথা নদী পরিস্কার ও নদী দূষণ রোধ করে নদীগুলির আমূল সংস্কার করবে পুরনিগম। সেই উদ্দেশ্যেই এদিন সেচ ও জলপথ দপ্তরের বাস্তুকার ও অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে পুরনিগমের ৩৪ ও ৩৫ নং ওয়ার্ডের নদীগুলি পরিদর্শনে যান মেয়র। এদিন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শিলিগুড়ির বাবা শ্যাম কৃপা সংস্থা পথচারীদের ঠান্ডা পানীয় দিল

শিলিগুড়ি ঃ গত দুদিন ধরে শিলিগুড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচন্ড রোদের প্রকোপ আজ ৩৭ডিগ্রী ছুঁই ছুঁই। যার ফলে বিভিন্ন এনজিও দের পক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে এই প্রখর গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় জল পান করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে। ঠিক তেমনি আজ শিলিগুড়ি স্টেশন ফেডার রোডে বাবা শ্যাম কৃপা শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে অভিনব উদ্যোগ তুলে ধরেছেন তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমাজসেবিক কার্যগুলো করে থাকেন তার পাশাপাশি আজ নতুন করে তারা এই পথ চলতি মানুষদের গরমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঠান্ডা পানীয় ওজন পান করাচ্ছেন। পথ চলতে মানুষদের দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে ঠান্ডা জল পান করে তারা খুব খুশি অনুভব করছেন প্রত্যেকেই...এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পথচলতি বহু মানুষ...আগামী দিনেও এমন উদ্যোগ চলবে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

সম্পাদকীয়

সোমবার শুরু হচ্ছে ন্যাটোর সবচেয়ে বড় মহড়া

দুবছরের প্রস্তুতির পর পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিমান প্রতিরক্ষা মহড়া করতে যাচ্ছে। জার্মানির আকাশে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি ফ্লাইট এলাকা বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকবে। এতে বেসামরিক ফ্লাইট চলাচলে দেরি হতে পারে। সোমবার অর্থাৎ ১২ জুন, ন্যাটো সামরিক অনুশীলন এয়ার ডিফেন্ডার ২৩ শুরু হতে চলেছে। জোটের কোনো সদস্য আক্রান্ত হলে ন্যাটোর জবাব কেমন হবে মহড়ায় তা দেখানো হবে। ১৯৪৯ সালে সামরিক জোট গঠিত হওয়ার পর এটি ন্যাটোর সবচেয়ে বড় মহড়া। জার্মানি এই মহড়ার 'হোস্ট' এবং 'লজিস্টিক্যাল হাব' হিসেবে কাজ করবে। ১২ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত, ২৫০টি বিমান ছয়টি সামরিক ঘাঁটি জুড়ে অবস্থান করবে। মহড়ায় ২৫টি দেশ অংশ নেবে। যুক্তরাষ্ট্র একাই আটলান্টিকজুড়ে ১০০টি বিমান পাঠাচ্ছে। আকাশমহড়ায় অংশগ্রহণকারীরা তিনটি ফ্লাইট অঞ্চলে সংকট পরিস্থিতিতে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেবে। উত্তর সাগরে উত্তর জার্মানির উপর, পূর্বে এবং দক্ষিণ জার্মানির একটি ছোট স্ট্রিপে এই মহড়া চলবে।

এই অঞ্চলগুলিতে দৈনিক পর্যায়ক্রমে কয়েক ঘণ্টা বেসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে। ইউরোপের আকাশ বিশ্বের ব্যস্ততম উড়ানপথের একটি। এয়ার ডিফেন্ডার২৩ এর পাশাপাশি বেসামরিক বিমানের চলাচল যাতে প্রভাবিত না হয় তা নিশ্চিতের চেষ্টা চলছে। ১০ দিনের সামরিক মহড়া চলাকালীন জার্মান বিমানবন্দরগুলি তাদের পরিচালনার সময়ও রাত অবধি বাড়িয়েছে। জার্মান বিমান বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইঙ্গো গারহের্ৎজ বলেন, ''আশা করি, এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকর হলে, কোনো ফ্লাইট বাতিল হবে না।'' তবে বিমান চলাচলে দেরি হওয়ার বিষয়টি তিনি উড়িয়ে দেননি। জার্মান বিমান চালনা বিশেষজ্ঞ ক্লেমেন্স বলিনজারের মতে, জার্মান বেসামরিক এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার অপারেটরদের কাজে সমন্বয় করা হয়েছে। তিনি বলেন, ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা বিমানবাহিনীতে তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে একটানা যোগাযোগ বজায় রাখছেন। ফরাসি বিমান বাহিনী সাধারণ কোনো মহড়া বা অভিযান চলাকালীন নির্ধারিত ফ্লাইটের জন্য বারবার পুরো ফ্লাইট জোন বন্ধ করে দেয়। সেক্ষেত্রে জার্মানিতে বেসামরিক এবং সামরিক ফ্লাইটগুলি প্রতিদিন একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে চলে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মান এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্সের টরবেন আর্নল্ড বলেন, ন্যাটো তার এয়ার ডিফেন্ডার মহড়ার মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা পাঠাতে চায়। তিনি বলেন, ''তারা স্পষ্ট রাজনৈতিক সংকেত দিতে চায়। তারা বোঝাতে চায়, যদিও এই আকাশসীমা অত্যন্ত ব্যস্ত, তবু আমরা এর প্রতিটা কোনা রক্ষা করতে চাই।'' ন্যাটোর সদস্য দেশগুলোর ১০ হাজারেরও বেশি সেনা বহু মহড়ায় অংশ নেবে। বিমান বাহিনীর তরফে গেরহার্ৎজ বলেন, এর মধ্যে কিছু মহড়া স্থলভিত্তিক হবে, যার মধ্যে একটি হলো ''এয়ারফিল্ড থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া।'' ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা আফগানিস্তানে তাদের মিশন দ্রুত শেষ করার পরে কাবুল বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। সেই সময়েই এই অনুশীলনটি সময়সূচিতে রেখেছিল ন্যাটো। আকাশ থেকে স্থল সেনাদের সমর্থন, শত্রু জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিমান এবং ন্যাটোর ফাইটার বোমারু বিমানের মধ্যমপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বাধা এ জাতীয় পরিস্থিতিও মহড়ার অংশ হিসাবে থাকবে। মার্কিন বাহিনী মহড়ায় অংশ নিতে জোটের সবচেয়ে আধুনিক ফাইটার জেট এফ৩৫ স্টিলথ কমব্যাট এয়ারক্রাফট পাঠাচ্ছে। নর্থ সি এলাকায় শত্রু সাবমেরিন বা জাহাজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক মহড়া দেখা যাবে। আর্নল্ড উল্লেখ করেছেন, শত্রু ''মহাদেশ ছাড়া অন্য অঞ্চল থেকেও আক্রমণ করতে পারে। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে যখন এই 'শত্রু' এর কথা আসে, তখন ইউরোপের অনেকেই প্রথমে রাশিয়ার কথাই ভাবে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করে। তারপর থেকে একটানা তারা ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

জানা অজানা

এ জগতে কেউ সবার প্রিয় হতে পারে না

সুনীল কুমার দে

এ জগতে কেউ সবার প্রিয় হতে পারে না,কেউ সবাই কে খুশি করতে পারে না,ভগবান ও পারেন নি,রামের ও শত্রু ছিল রাবন,কৃষ্ণের ও শত্রু ছিল কংস, তাই চিন্তা করার কিছু নেই।তুমি যার উপকার করবে,যার বিপদে আপদে দাঁড়াবে,যার কাজ করবে সে তোমার নাম করবে,সে তোমার প্রশাংশা করবে,সে তোমাকে ভাল বলবে আর যার তুমি কাজ করবে না সে তোমার বদনাম করবে,নিন্দা করবে,তোমাকে ভালো বলবে না।একজন বাবা তার সকল সন্তানের কাছে প্রিয় হয় না,একজন মা ও তার সকল সন্তানের কাছে প্রিয় হয় না,একজন শিক্ষক তার সকল ছাত্র ছাত্রীদের কাছে প্রিয় হয় না, একজন নেতা,মন্ত্রী ও জন প্রতিনিধি ও সকল মানুষের কাছে প্রিয় হয় না।একজন অভিনেতা সবার কাছে প্রিয় হয় না।একজন শিল্পী,একজন খেলোয়াড়,একজন কবি লেখক,একজন সাংবাদিক ও সবার কাছে প্রিয় হয় না।একজন গুরু ও একজন মহাপুরুষ ও সবার প্রিয় হয় না।যার সাথে যার মনের মিল হয় লোক তাকেই ভালো বলে,যার আদর্শ ও কথা ভালো লাগে লোক তারই নাম করে ও তাকেই ভালো বলে।এ জগৎ টা হলো স্বার্থের জগৎ।যার কাছ থেকে মানুষ স্নেহ,ভালোবাসা,সম্মান পায়,তার স্বার্থ সিদ্ধি হয়, তার কাজ হয়,তারই নাম করে,তাকেই ভাল বলে।অর্থাৎ একজন ব্যক্তি একজনের কাছে ভালো যেহেতু সে তার কাজ করে কিন্তু অন্যজনের কাছে সে খারাপ যেহেতু সে তার কাজ করে নি।তাহলে ব্যাপার টা দাঁড়ালো কেউ সবার প্রিয় হতে পারে না,সবার কাজ করতে পারে না,সবাই কে খুশি করতে পারে না।সংসারে কিছু লোক থাকবেই ভুল ধরার,নিন্দা করার ও বদনাম করার,যে কাজ করলে বেশির ভাগ লোকের মঙ্গল হয়,বেশির ভাগ লোক খুশি হয় ও আনন্দ পায় সেটাই ভালো কাজ ও পুণ্যের কাজ।মানুষ কে তাই করা উচিৎ।যেহেতু ভগবান ও সবাই কে খুশি করতে পারেন নি,তিনি ও সবার প্রিয় হতে পারেন নি সে নিয়ে তাই মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।তাই যতটুকু পারা যায় মানুষের ,দেশের ও সমাজের জন্য ভালো কাজ করা উচিৎ,মানুষের সেবা করা উচিৎ।কে নাম করলো বা কে বদনাম করলো তা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই কারন এই পৃথিবীতে কেউ সবার প্রিয় হতে পারে না।

জার্মানিতে ভোটারের সর্বনিম্ন বয়স ১৬ করতে চায় সরকার

১৬ বছর বয়স হলেই একজন জার্মান জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন এ নিয়ম করতে চায় দেশটির সরকার। কিন্তু এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জনমনে।

জার্মানির সংবিধান অনুযায়ী, কোন জার্মান নাগরিক ১৮ বছর বয়স হলেই ভোট দিতে পারবেন। এই বয়স কমিয়ে ১৬ বছর করার কথা ভাবছে দেশটির মধ্যবামপন্থি সরকার। জোট সরকারের তিন দল সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি, নব্য উদারপন্থি ব্যবসাবান্ধব দল এফডিপি ও পরিবেশবান্ধব গ্রিন পার্টি এই নীতিকে সমর্থন করছে।

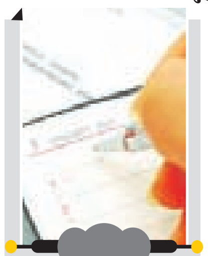

ফলকার ভিটিং
প্রাবন্ধিক

তবে এ নিয়ে মিশ্র মতামত জনমনে। জনমত জরিপে দেখা গেছে, অন্তত ৬০ ভাগ মানুষ এই ধারণাটিকে পছন্দ করছেন না। জরিপ সংগঠন আইএনএসএ সম্প্রতি এমন একটি জরিপে দেখেছে, ৬২ ভাগ সংসদ নির্বাচনে এত কমবয়সীদের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে।

সাত বছর আগেও এমন আরেক জরিপে দেখা গেছে, ৮০ ভাগ মানুষ বিষয়টিকে সমর্থন করছেন না।

এদিকে, জোট সরকারের তিন দল বিষয়টিকে সমর্থন করলেও রক্ষণশীল ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নসিডিইউ ও তাদের সহযোগী ক্রিস্টিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়নসিএসইউ তা সমর্থন করেনি। তাদের সমর্থকদের মধ্যে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেশি।

হিসেবে দেখা গেছে, ১৬ বছর ভোটারের সর্বনিম্ন বয়স হলে নতুন ১৫ লাখ ভোটার যুক্ত হবেন আগামী নির্বাচনে। ২০২১ সালের নির্বাচনে মোট ছয় কোটি ১১ লাখেরও বেশি ভোটার নিবন্ধিত ছিলেন।

অমীমাংসিত নদীপ্রশ্ন এবং নদীঅঙ্গীকার

পাভেল পার্থ

উজান থেকে ভাটিতে জলের স্মৃতি ভাঁজ করে করে বিকশিত হয় নদী। এক নদীর রেখা ধরে যাত্রাকালে সাক্ষাত হয় আরেক প্রবাহের সাথে। মেঘনা থেকে আগালে দেখা মেলে সুরমার। সুরমা থেকে কুশিয়ারা। কুশিয়ারা ডিঙিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতের বরাক। নাগাল্যান্ডের পাটকাই পাহাড়ের গভীর অরণ্যে ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু নিয়ে বরাকের জন্ম। মণিপুরের লোগতাক হ্রদ থেকেও জল পেয়েছে বরাক। মণিপুরের লাইলাই গ্রাম থেকে তামেলং হয়ে চুরাচাঁদপুর জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসামের বরাক ও কাছাড় উপত্যকায় প্রবেশ করে। তারপর আসামের করিমগঞ্জ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসীদ এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এখানে বরাক নতুন নাম পায়। বাংলাদেশে এ নদী সুরমা ও কুশিয়ারা নামে প্রবাহিত হয়েছে। সুরমা পরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে এবং কুশিয়ারাসুরমামেঘনার এই মিলিত প্রবাহই বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালী। উজানের জল যতই ভাটিতে গড়ায় জনপদের স্তরে স্তরে থরে থরে গড়ে ওঠে পরিচয় ও কীর্তির স্মৃতি। নদী যেন জল ও পলির অনন্তলোক। নানান জলধারার জরায়ু থেকে বাংলাদেশের জন্ম। এই ভূগোলের গতি ও বিস্তার নদীময়। আর তাই ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ নিজের 'নদীমাতৃক' পরিচয় বিকশিত করেছে। নদীকে অস্বীকার করে কোনোভাবেই বাংলাদেশকে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু তাই ঘটে চলেছে। ১৯৬০ সন থেকে। বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে কর্ণফুলী নদীর কলিজা থেঁতলে দেয়া হয়েছে। কখনো ফারাক্কা কখনো টিপাইমুখ বাঁধের বাহাদুরি নদীর উপর উন্নয়নের ছুরি চলেছে সবকালেই। উজান থেকে ভাটিতে বয়ে চলা নদীর জটিল গণিতকে ফালি ফালি করে কেটে ফেলা হয়েছে। দেশের একটি নদীও আর শরীর মনে সুস্থ নেই। অনেক নদীই হারিয়েছে আত্মীয় পরিজনদের। মেয়ের সামনে মা, পিতার সামনে পুত্র এভাবেই দিনেদুপুরে নদীগুলো খুন হয়েছে। বাংলাদেশের নদীপ্রণালী এক জটিল জলসার্কিট তৈরি করেছে যা দুনিয়ার অন্য কোনো নদীপ্রণালী দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস ঃ আদিপর্বে' লিখেছেন, উৎসবের স্বরূপ অনুসন্ধানে পরিবেশ ও প্রকৃতি থকে যাত্রা শুরু করলে দেখা যায় বাংলাদেশ ভূখন্ডের মৌল প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে নদনদী। কিন্তু আমরা কখনোই আমাদের নদীনির্ভর ভূগোলের মৌলপ্রকৃতি নদীর চোখে দেখতে চাইনি বা শিখিনি বা কোনো গুরুত্বই দেইনি। রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনে নদী নেই। নদীবিমুখ দশাসই সব উন্নয়ন বাহাদুরিই নদীময় এক দেশ থেকে আজ প্রতিদিন নদীদের নিখোঁজ করছে। রাষ্ট্রীয় নদীব্যবস্থাপনায় এখনো জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত হয়নি। নদীগুলো আজ মূলত দখল ও দূষণে আক্রান্ত। উজান থেকে ভাটিতে গড়িয়ে পড়ার নদীব্যাকরণ ভেঙেচুরে খানখান। চলতি আলাপখানি নদীর রক্তাক্ত আহাজারিকে আগলে নদীকে ঘিরে নিশ্চুপ ব্যবস্থাপনাকে প্রশ্ন করছে। দেশের নানাপ্রান্তের কতক নদীবৃত্তান্তকে টেনে নদীকে ঘিরে জারি হওয়া কিছু অমীমাংসিত বাহাসকে হাজির করছে।

দেশ জুড়ে আজ পড়ে আছে মুমূর্ষু সারি সারি রক্তাক্ত নদীর লাশ। নয়াউদারবাদী উন্নয়ন মারদাঙ্গার ফলেই দেশের নদীগুলি আজ চুর্ণবিচুর্ণ। নদী দখল ও দূষণের প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হওয়া জরুরি। শিল্প কারখানা, রাসায়নিক কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৃহত্বাঁধ, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, খনিজসম্পদ সন্ধান ও উত্তোলন, তেলবিপর্যয় সরাসরি নদীকে বিষাক্ত করে এবং দূষণের অন্যায় আঘাতে মরণের দিকে ঠেলে দেয়। পণ্য বিশ্বায়িত দুনিয়ার নয়াউদারবাদী মনস্তত্ত্ব নদীকে দেখে পণ্যবোঝাই যান চলাচলের রাস্তা আর কারখানার বর্জ্যভাগাড় হিসেবে। এক বোতল কোকপেপসি বা এক প্যাকেট ম্যাগী নুডলস তৈরিতে নদীর বুকে কতটুকু যন্ত্রণা আর আঘাত জমা হয় তার হিসাব আমরা কখনোই করিনি। প্লাস্টিক ভোগবাদিতায় অভ্যস্থ সভ্যতার বর্জ্যও প্লাস্টিক, আর তা নিদারুণভাবে ঢেকে ফেলছে নদীর জীবন। প্রমাণিত হয়েছে কোকপেপসি বা নেসলের মতো বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যই মূলত প্লাস্টিক দূষণের জন্য দায়ী।

নদনদীর ভিন্ন ভিন্ন স্রোতোধারায় এককালে সংসার পেতেছিল নানা নামের নানা বর্ণের মাছ। আজ দেশজুড়ে মাছেরা নেই। মাছের দেশে মাছেরা আজ 'প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে' পরিণত হয়েছে। দেশ জুড়ে মাটির তলায় কি জলের শরীরে জমা হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানির শূণ্য বিষের বোতল। প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞদের সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে থেকে প্রায় ১২০ প্রজাতির দেশি মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরো ৪৫ প্রজাতির মাছ হুমকীর সম্মুখীন। কৈ, শিং, মাগুর, চেলা, পাবদা, টেংরা, খলসে, বোয়াল, চিতল, টাটকিনি, গাঙচান্দা, আইড়, ফলসা, সিলুং, গুতুম, বাইম, উকল, শোল, মেনি, পুঁটি, কাংলা, ফলি, টাকি, দারকিনা, পিপড়াশইল, পুঁটিতর, রানী এরকম দেশি মাছের জগত আজ নদীর সীমানা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মগজের স্মৃতিতেই টিকে থাকছে। কর্পোরেট বাণিজ্যের কারণে মৃত্যুযন্ত্রণা পাড়ি দেয় বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন ও উপকূলের নদীগুলো। লাগাতার বিচারহীনভাবে নানা জলযান থেকে দেশের নানাপ্রান্তে জলের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে তেল ও দমবন্ধ বর্জ্য। ১৯৮৮ সনের ১ জুলাই তেল কার্গো ফুটো হয়ে সুন্দরবনে ডিজেল ছড়িয়ে পড়ে এবং একই সনের ১০ আগস্ট সুন্দবনের মাজহার পয়েন্টে ট্যাংক সংঘর্ষে উচ্চ মাত্রার সালফারযুক্ত তেল ছড়িয়ে যায় সুন্দরবনে। ১৯৯৪ সনের আগস্টে মংলা বন্দরগামী একটি বিদেশি জাহাজ সুন্দরবনের পাশে বানীশান্তায় ডুবে যায় এবং ভাটিতে ২০ কি.মি. এলাকায় তেল ছড়িয়ে পড়ে । ২০১৪ সনের ৯ ডিসেম্বর সুন্দরবন বনবিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের মৃগমারী এলাকায় 'এমটি সাউদার্ন স্টার৭' নামের এক কার্গোবোট ডুবে তিন লাখ ৫৭ হাজার ৬৬৪ লিটার ফার্নেস তেল ছড়িয়ে পড়ে শ্যালা নদীসহ চাঁদপাই রেঞ্জের প্রায় বিশটি খাল, দুটি ভাড়ানি ও বনস্তরে। ১৯ জুন ২০১৫ চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার বেঙ্গুরা রেলস্টেশনের কাছে সায়েরাপুল এলাকায় দুটি ওয়াগন থেকে প্রায় ৮০ হাজার লিটার ফার্নেস তেল ছড়িয়ে পড়েছে বোয়ালখালী খালে। জোয়ারভাটায় এ তেল ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী কর্ণফুলীর পানির স্রোতে। ২০১৩ সনের ৩১ জুলাই চট্টগ্রামের দোহাজারীর কালুরঘাটে তেলবাহী ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে কর্ণফুলীসহ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে ফার্নেস তেল। ২০১২ সনে চট্টগ্রামের হাটহাজারী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফার্নেস তেল ছড়িয়ে পড়ে হালদা নদীতে। ২০১২ সনে পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদীতে 'ওটি মুন' নামের একটি তেলযান ডুবে ছড়িয়ে পড়ে তেল। ২০০৪ সনে বিদেশি এক জাহাজ কুতুবদিয়া উপকূলে বর্জ্য হিসেবে তেল ফেলে যায়। নদীকে দূষণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বহু নীতি ও নথি আছে। বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকার নির্বাহী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জলাধার বা পানিধারক স্তরের সুরক্ষার জন্য যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো এলাকা বা উহার অংশবিশেষ বা পানিসম্পদ সংশ্লিষ্ট যেকোনো ভূমিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জল সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে। জল দূষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা সমূহ কার্যকর হবার কথা। বাংলাদেশ জল আইন ২০১৩ অনুযায়ী আইন লংঘনের শাস্তি অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড। পাশাপাশি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ অনুযায়ী শিল্প কারখানা কর্তৃক কোনো নদী দূষণ ও নদীর অবৈধ দখল আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু নদীর উপর অন্যায়সমূহকে একেবারে গুরুত্বহীনভাবে বিবেচনা করা হয়। তাই এই অন্যায় দখল ও দূষণ থামছে না। দেখা যায় দেশীয় শিল্প কারখানাগুলি যাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে নদনদীর কাছাকাছি সেসব প্রতিষ্ঠানকেই অধিকাংশ সময় জরিমানা করে পরিবেশ অধিদপ্তর। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানির নদীদূষণকে প্রশ্ন করবার কোনো রাষ্ট্রীয় তৎপরতা শুরু হয়নি এখনো। অথচ এসব বহুজাতিক কোম্পানিরাই দেশের নদী দূষণ ও দখলের অন্যায় গণিতকে উসকে দিচ্ছে।

আন্তঃসীমান্ত নদীর উজানে বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ভাটির বাংলাদেশ মূলত প্রথম প্রতিবাদী হয় ফারাক্কার বিরুদ্ধে। গঙ্গা ও পদ্মার অভিন্ন প্রবহমানতার দাবিতে। পরবর্তীতে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে দু'দেশের রাজনৈতিক দরবার নানাভাবে উচ্চকিত হয়েছে। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালীর উজানেও বৃহৎ বাঁধ প্রকল্প। মেঘনাসুরমাকুশিয়ারার উজানে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়েও এক নাগরিক প্রতিক্রিয়া সরব হয়েছিল। কিংবা ব্রহ্মপুত্রের উজানে চীনের পরিকল্পিত বৃহৎ প্রকল্প নিয়ে কিছু আলাপ জারি আছে। কিন্তু এর বাইরে দেশের অপরাপর আন্তঃসীমান্ত অভিন্ন নদীর উজানে কী ঘটছে তা আমাদের জানাবোঝা ও আলাপচারিতা কিংবা নাগরিক প্রতিক্রিয়ার বাইরেই থাকছে। ২০১২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 'মন্তডু লেসকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের' প্রথম ইউনিটের বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উত্তরপূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি জেলা জৈন্তিয়ার জোয়াই শহর থেকে ৪০ কি.মি. দূরে লেসকার ১০০ মিটার ভাটিতে মন্তডু, লামু ও উমসরিয়াং নদীর ত্রিমুখী সঙ্গমে পেডেকাংসাপ গ্রামের কাছে শুরু হয় 'মন্তডু লেসকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প'। এই নদীর ভাটিতে বাংলাদেশের সিলেটের সারী নদী। সারী নদীর উজানে এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাতারগুল জলাবনের বাস্তুতন্ত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে উজান থেকে ভাটিতে নেমে আসা স্রোতে ও প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হওয়ায় সংবেদনশীল এ জলাবনের প্রাণপ্রকৃতির বিকাশে সংকট তৈরি হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ এ মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড়ের উমইয়্যু নদীতে উদ্বোধন করা হয় 'মাওফু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' । উমইয়্যু নদীতে বাঁধ দিয়ে উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্প কারণে বাংলাদেশের সিলেটের ধলা নদীর প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে। মেঘালয় পাহাড়ের উমইয়্যু পাহাড়ি নদীই হচ্ছে ভাটির বাংলাদেশের কোম্পানীগঞ্জের ধলা নদীর জলধারার মূল উৎস। কেবল বৃহত্বাঁধ বা বিদ্যুৎপ্রকল্প বা কারখানা নয়, অপরিকল্পিত চুনাপাথর ও কয়লা খননের দূষণেও বিপন্ন হয়ে ওঠছে অভিন্ন নদীগুলি। দেখা গেছে উত্তরপূর্ব ভারতের মেঘালয়ে বাণিজ্যিক খনন, বাঁধ এবং বৃহৎ প্রকল্পের কারণে আন্তঃসীমান্ত নদীগুলি দূষিত হচ্ছে এবং এখানকার প্রাণপ্রকৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ছে। এই প্রবল উন্নয়ন বাহাদুরির কারণে এখানকার আন্তঃসীমান্ত নদী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে লোচ মাছ। উত্তরপূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ধলাই জেলার চুলুবাড়ির হঠাত্বাজার থেকে মানিকবন্দর হয়ে এড়ারপার বাজার পর্যন্ত সড়কপথ উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে এই সেতু তৈরির ফলে ধলাই নদীর ভাটিতে বাংলাদেশ অংশ এর প্রবাহ কমে গেছে। কিন্তু আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহকে নিয়ে এখনো 'ভারতবাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন' সক্রিয় নয়। সকল আন্তঃসীমান্ত নদী এবং অভিন্ন জলধারাসমূহ এবং এর সাথে জড়িয়ে থাকা বহুমুখী প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এখনো সামগ্রিকভাবে যৌথ নদী কমিশনের আলাপচারিতায় ওঠে আসেনি। উজান থেকে ভাটি, রাষ্ট্র এবং নাগরিক সকলকেই অভিন্ন নদীপ্রবাহের জন্য নদীমুখী চিন্তাকে প্রসারিত করতে হবে। ভারত থেকে বাংলাদেশ জুড়ে তিস্তা কেবল জলপ্রবাহ নয়, জড়িয়ে আছে মানবসহ আরও প্রাণের স্মৃতিপ্রবাহে। তিস্তা অববাহিকার আদি বসতিস্থাপনকারীদের ভেতর তিস্তা নামটি হরহামেশাই দেখা যায়। রাজবংশীদের ভেতর তিস্তামণি বর্মণ। এমনকি তা আরো জলপ্রবাহ ডিঙিয়ে হাজংদের নামের সাথেও একাত্ম হয়েছে। নেত্রকোণার সীমান্তে সংগঠিত ঐতিহাসিক টংক আন্দোলনের এক লড়াকু দ্রোহীর নাম তিস্তামণি হাজং। তিস্তা নদীর উজানে ১৯৮৫ সনে ভারতের গাজলডোবাতে ব্যারেজ এবং ভাটিতে বাংলাদেশের ডালিয়াদোআনি ১৯৯০ সনে তিস্তা ব্যারেজ নির্মিত হয়। তিস্তার উপর উজান ও ভাটিতে নির্মিত এ দুটি ব্যারেজই হলো তিস্তার পানি মাপামাপির উজানভাটির রেখাবিন্দু। তিস্তার উজান কী ভাটিতে ব্যারেজের বাঁধা তৈরি করে তিস্তাকে আজ 'জলবন্টনের' জায়গা থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচার করা হচ্ছে। কিউসেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক অভিন্ন নদীকে নিয়ে চলছে দ্বিরাষ্ট্রিক বাহাস।

সাময়িকী

জার্মানিতে তৈরি হচ্ছে পাউরুটির বিয়ার

আজকের যুগে প্রায় সব ক্ষেত্রেই টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া চালু করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এবার জার্মানিতে বাসি পাউরুটি দিয়ে বিয়ার ব্রিউয়িং সেই প্রবণতার অংশ হয়ে উঠছে। স্বাদে কিন্তু কোনো আপোশ করা হচ্ছে না।

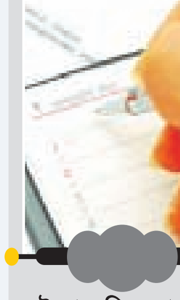

ইয়োসেফিনে গ্যুন্টার
কলামিস্ট

বিয়ার বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় উত্তেজকগুলির মধ্যে পড়ে। সোনালী এই পানীয় তৈরি করতে উপাদান হিসেবে মল্ট, হপস, জল এবং ইস্ট লাগে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াকে আরও সৃজনশীল করে তুলতে কিছু মানুষ 'ব্রেড বিয়ার' তৈরি করছেন। বাসি রুটি দিয়ে বিয়ার? সেটা কি আদৌ সম্ভব? বার্লিনের এক বিয়ার প্রস্তুতকারক সেই প্রক্রিয়া জানেন। মিশায়েল লেম্বকে এমন বেকিং পণ্য দিয়ে অ্যালকোহলমুক্ত বিয়ার তৈরি করেন, যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হতো। এমন ভাবনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, ''খাবারের অপচয় ও টেকসই প্রক্রিয়া আজ বিশাল চর্চার বিষয় হয়ে ওঠায় আমাদের মাথায় ব্রেড বিয়ারের আইডিয়া এসেছিল। বিশেষ করে বিশাল পরিমাণে পাউরুটি তৈরি করা হয়, যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শেষ পর্যন্ত শুকরের খোরাক হিসেবে অথবা বায়ো গ্যাস প্লান্টে কাজে লাগাতে হয়। সেটা সত্যি দুঃখের বিষয়। সে কারণে আমরা এই বিয়ারের উপাদান হিসেবে পাউরুটিও ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। এভাবে বিষয়টির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।''

যে সব ব্রিউয়ারি পাউরুটি দিয়ে বিয়ার উৎপাদন করে, তারা আসলে যতটা সম্ভব সম্পদ পুনর্ব্যবহার করতে এবং বর্জ্য এড়াতে চায়। প্রায় ২৭,০০০ বোতল ব্রেড বিয়ার তৈরি করতে প্রায় ৭৫ কিলোগ্রাম বাসি পাউরুটির প্রয়োজন হয়। বার্লিনের মাস্টার বেকার টেও ক্যোস্টার নিখুঁতভাবে উৎপাদনের পরিকল্পনা করলেও কিছু অবশিষ্ট থেকেই যায়। তবে সব ধরনের রুটি বিয়ার তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়। মাস্টার বেকার হিসেবে টেও ক্যোস্টার বলেন, ''সেই পাউরুটি এমন হতে হবে, যার মধ্যে শস্য ছাড়া অন্য কোনো উপাদান থাকবে না। অর্থাৎ কিশমিশ, বাদাম, তেলের বীজ থাকলে চলবে না। কারণ গাঁজন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটবে এবং এমন সুস্বাদু বিয়ার তৈরি হবে না।'' পাউরুটি দিয়ে পানীয় তৈরি মোটেই নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। কয়েক'শো বছর ধরে সেই ধারা চলছে। যেমন মিশরের 'বোজা' বা মধ্যযুগে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের 'কোয়াস'। বিগত কয়েক বছরে ব্রেড বিয়ারের পুনর্জন্ম ঘটেছে। ফলে মিশায়েল লেম্বকের মতো ক্রাফট বিয়ার ব্রিউমাস্টারের মাথায় নতুন আইডিয়া আসছে। তিনি প্রথমে বাসি পাউরুটির ছোট ছোট টুকরো করছেন এবং ব্রিউয়িং প্রক্রিয়ার শুরুতেই সেই মণ্ড যোগ করছেন। জটিল প্রক্রিয়ার ধাপগুলি বর্ণনা করে মিশায়েল বলেন, ''এই ম্যাশ টুনে আমরা পানি ও মল্ট গ্রিস্ট মেশাই। এনজাইম সক্রিয় করে তোলা হয়, যা তারপর মাড় থেকে শর্করা তৈরি করে। সেই প্রক্রিয়ার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। এই বিয়ারের বিশেষত্ব হলো এই যে, আমরা মণ্ডের মধ্যে পাঁচ শতাংশ পাউরুটি দেই। তারপর আমরা সেই মণ্ড পাম্প করে লটার টানে ঢুকিয়ে দেই। এখানে কঠিন ও তরল আলাদা করা হয়। সেই তরলই তথাকথিত 'বিয়ার ওয়ার্ট', যা আমরা পরে ফোটাই।'' তারপর শুধু ইস্ট যোগ করা হয়। ইস্ট সাধারণত শর্করাকে অ্যালকোহলে রূপান্তরিত করে। তবে ব্রেড বিয়ারের ক্ষেত্রে সেটা করা হয় না। মিশায়েল লেম্বকে বলেন, ''এই অ্যালকোহলমুক্ত ব্রেড বিয়ারের জন্য আমরা বিশেষ ধরনের ইস্ট ব্যবহার করি, যা শুধু চিনি গাঁজন করতে পারে। উদ্বৃত্ত চিনি বিয়ারেই থেকে যায়। ফলে বেশি অ্যালকোহল সৃষ্টি হয় না।'' জার্মানিতে কোনো পানীয়র মধ্যে অ্যালকোহলের মাত্রা শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত থাকলে সেটিকে অ্যালকোহলফ্রি হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রিউয়িং প্রক্রিয়ার পর বিয়ার শুধু বোতলে ভরে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। সেই ব্রেড বিয়ারের স্বাদ গ্রাহকদের ভালোই লাগে। বর্জ্য এড়ানো ও কাচামাল সাশ্রয়ই হলো মূলমন্ত্র। ব্রেড বিয়ার দেখিয়ে দিচ্ছে, যে স্বাদের ক্ষেত্রে কোনো আপোশ না করেও বিয়ার ব্রিউয়িং প্রক্রিয়াও টেকসইভাবে সাজানো সম্ভব।

পাঠকের চিঠি

একটি গাছ, একটি প্রাণ

পাঁচই জুন ক্যালেন্ডারের নিরিখে বিশ্বপরিবেশ দিবস। পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য আমরা শিক্ষিত বাঙালীরা অল্পবিস্তর জানি কিন্তু পরিবেশের প্রতি আমাদের সকলের দায়বদ্ধতা কতটুকু তা আমরা হয়তো ভুলেই গেছি। অনেক সময় নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকে আমরা সরে আসি। আজ যেভাবে পরিবেশ নিরন্তর দূষিত হচ্ছে তাতে আগামী প্রজন্মে মানুষের গড়আয়ু কমে আসছে। বিভিন্ন কঠিন বা মারণব্যধির সন্মুখীন হতে হয়েছে তার জন্যে দূষিত পরিবেশ যে অনেকাংশে দায়ী সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। আজ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ, শিল্পস্হাপন,যথেচ্ছহারে গাছ কাটা,যানবাহনের ধোঁয়াকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন না করার ফলে বাতাসে বিষাক্ত গাস ছড়িয়ে পড়ছে তার ভুক্তভোগী আজ আমরা সকলেই। যেভাবে গাছ কেটে মানব সভ্যতার ইমারত তৈরী হয়েছে সেখানে নতুন করে গাছ লাগানোর ইচ্ছে অনেকেরই থাকেনা। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে সকলের হাত যেন মুষ্টিবদ্ধ হয়। এ দায় আজ শুধু সরকারের না ,এ দায় আমাদের সকলের। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের সকলকেই একসাথে অঙ্গীকার বদ্ধ হতে হে ।বাঁচলে পরিবেশ, বাঁচবো আমরা..। একটি গাছ ,একটি প্রাণ এই শ্লোগানকে আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে।

শঙকর সাহা, দঃদিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পুরুলিয়ার মাটি ছৌ নাচের, আবার প্রমাণ করলেন একজন কলেজ শিক্ষক

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ বর্তমান সময়ে বিশ্বের দরবারে ছৌ নাচের সমাদর অত্যাধিক। তবে পুরুলিয়ার মানুষ ছৌনাচ কে পেশা কম নেশা হিসেবেই বেশি দেখেছেন। পুরুলিয়ার ছেলে হয়ে ছৌ নৃত্যের প্রতি আবেগ ও আকর্ষণ কোন বিরল ঘটনা নয়। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকেই দেখা যায় ছৌ নাচের আসরে। এবার ছৌ নাচের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষনে নজর কাড়ল পুরুলিয়ার বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের রাজ্য সহায়ক প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক শান্তনু দাস। বয়স ২৭ এর শান্তনু দাস বরাবাজার থানার অন্তর্গত বানজোড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে পুরুলিয়ার সিধু কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছৌ ডিপ্লোমা কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করে নজির সৃষ্টি করেছেন। ২০২৩ এর মার্চ মাসে শংসাপত্র পেয়ে তিনি অনেক আনন্দিত। শান্তনু দাস গ্রামের ছৌ নৃত্য দল বানজোড়া মহাপ্রভু আদিবাসী ছৌ নৃত্য সংঘের (ওস্তাদ হারাধন সহিস) সাথেও জড়িত আছেন। গত ২৩ শে এপ্রিল পুরুলিয়া থেকে তিনি ও তাঁর এক ছৌ বন্ধু মনসা রাম মাছোয়ার নিউ দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে ছৌ নৃত্য প্রদর্শন করে পুরুলিয়ার ছৌ তে এক আলাদা মাত্রা প্রদান করে আসেন। এছাড়াও তাঁর যোগার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় স্তরের একটি চ্যাম্পিয়নশিপে নবম স্থান (২৬ বছর - ৩০ বছর, পুরুষ) পেয়ে সামনের ২০২৩ সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশের মাটি থাইল্যান্ডে পা দিবেন। বাবা যৎ- সামান্য টিউশন পড়িয়ে কোনভাবে

মানুষ করে তুলেছেন শান্তনুকে। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে সংসার অতিবাহিত হয়েছে ঠিকই তবে মামার কাছ থেকে পড়াশুনোতে অনেকটাই সাহায্য পেয়েছে শান্তনু। কিন্তু ২০১৫ সালে কলেজ পাশ করার পরে বাবার মৃত্যু হলে সংসারের সমস্ত দায় এসে পড়ে শান্তনুর কাঁধে। তবে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এখন কলেজের শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মা তপতী দাস ও স্ত্রী অঞ্জনা গোস্বামী সহ পুরো পরিবার গর্বিত ও অত্যন্ত খুশি। কিছু পেয়ে বসলে বেশিরভাগই মানুষকে লক্ষ্য করা যায় তার জীবনে প্রাপ্তির আর কোন ক্ষুধা বা চাহিদা দেখা যায়নি। কিন্তু শান্তনু কলেজ শিক্ষক হয়েও থেমে বসেনি। বরং ছৌ নৃত্য আর যোগার ঝাঁকুনি এখন যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে। তাই শান্তনু দাস বলেন জেলার পরিচয় যদি ছৌ নাচের মধ্য দিয়ে হয় তাহলে রাষ্ট্রের পরিচয় যোগ ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে হবে। তাই তিনি আরো এগিয়ে যেতে চান।

কংগ্রেসের ৬০ বছরের অপসাশন এবং বিজেপির নয় বছরের সুশাসনের মধ্যে তুলনা করলেই দেশের উন্নয়নের আসল ছবি স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারের মধ্যে তুলনা করার আহ্বান জানিয়ে দলটির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি বলেন কংগ্রেসের ৬০ বছর এবং বিজেপির ৯ বছরের মধ্যে তুলনা করলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মূল্যবোধের আঁধারে দেশের অভূতপূর্ব রূপান্তরের অনিরুদ্ধ যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। এর ফলে ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার দিকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে কংগ্রেসের নীতি ছিল শাসন লুণ্ঠন এবং বিভাজন। যার ফলে সারা দেশের সঙ্গে অসন্তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন বিজেপি সরকারের সেবা সুশাসন এবং সমর্পণের চিন্তাধারা দেশের সর্বস্তরের ব্যক্তির হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

গুয়াহাটি মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা পলাশবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনের মির্জাতে আয়োজিত এর জন্য সবাই অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। মূলত বিজেপির মহাজন সম্পর্কে অভিযানের অংশ হিসেবে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশাল জনসভায় অংশ নিয়ে নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন কংগ্রেস সরকারের ৬০ বছরের অপশাসন এবং বিজেপি সরকারের বিগত নয় বছরের শাসনের মধ্যে তুলনা করলেই দেশের উন্নয়নের আসল ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। কংগ্রেস চেস যেসব উন্নয়নমূলক কাজ ৬০ বছরের করতে পারেনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্ব দিন বিজেপি সরকার মাত্র নয় বছরে সেটা করে দেখিয়েছে। দলের কল্যাণকামী পদক্ষেপ গুলোর ফলস্বরূপে সাধারণ মানুষের আস্থা বিশ্বাস এবং সমর্থন বিজেপির প্রতি সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন কংগ্রেস সরকারের আমলে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে যথেষ্ট অবহেলা করা হয়েছে। বিশেষ করে যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। সমন্বয় সাধনে ব্যথার জন্মিয়ে কংগ্রেস শুধুমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধি পূরণে এবং একটি বিশেষ পরিবারকে সন্তুষ্ট করতেই ব্যস্ত ছিল। দেশের উন্নয়ন দলটির জন্য নগণ্য ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন এর বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে শাসনভার নেওয়ার পর থেকে সারা দেশজুড়ে উন্নয়ন এবং নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। ২০৪৭ সাল অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার একশ বছরের মধ্যে চলিত এই অমৃত কালে নরেন্দ্র মোদি দেশকে আক্রমণ নির্ভর করার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্ন আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্প্রতি ভারত ইউকেকে পিছনে ফেলে সারা বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেটা প্রত্যেক ভারতীয় জন্য এক গৌরবের বিষয়। ইদানিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উচ্চ প্রশংসার দিচ্ছেন। এটাও ভারতের জন্য এক আনন্দের খবর। প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে যুব প্রজন্ম এবং মহিলা, বয়স্ক, উদ্যমি কৃষকদের সঙ্গে উপজাতি ব্যক্তিদের সবলীকরণ সম্ভবর হয়ে উঠেছে। এমনকি গ্রাম্য অর্থনীতিও বর্তমান নতুন রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কৃষি তথা আনুষাঙ্গিক ক্ষেত্রগুলোর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি দিকগুলোতে যথেষ্ট গতিশীলতা লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এ নতুন ভারতের নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। যেখানে প্রতিটি পরিবারের জীবন যাপনের মান উন্নত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে সরকারের কল্যাণকামী প্রকল্প এবং কাম কাজের ব্যাপক প্রচার তথা দলের সাংগঠনিক শক্তি বিস্তারিত করে কার্যকর তাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। দলের কার্যকর্তারাই হলেন বিজেপির চালিকাশক্তি। এ শক্তি এখন থেকেই নির্বাচনের কথা লক্ষ্য রেখে নিজেদের প্রস্তুতি তুঙ্গিয়ে রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সোনোয়াল বলেন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যাতে পূর্বের তুলনায় অধিক আসন পায় তার জন্য কার্যকর্তাদের রণনীতি অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জনসম্পর্ক অভিযানকে শক্তিশালী রূপ দিয়ে সাধারণ জনতার হৃদয়ে বিজেপির স্থান পোক্তা করার জন্য কার্যকর্তাদের সমর্পিত মনোবৃত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। জনসম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার অর্থ সমাজ এবং দল শক্তিশালী হওয়া, সমাজ এবং দল শক্তিশালী হওয়ার অর্থ দেশ শক্তিশালী হওয়া বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার বিগত নয় বছরের এই যাত্রা হচ্ছে ভারতের সংকল্প থেকে সিদ্ধি পর্যন্ত এক অভিনব যাত্রা। প্রধানমন্ত্রী মোদির সবল নেতৃত্বে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের এই জয়যাত্রা অব্যাহত রেখে বিজেপি সরকার দেশের উন্নয়নের অন্য এক নতুন শিখরে উপনীত হবে বলে বদ্ধপরিকর। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা এবং দূরদর্শিতার জন্যই অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও স্থায়ী শান্তির নতুন আলো দেখতে পেয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল এখন শুধুমাত্র একটি অঞ্চল নয়, এটা হচ্ছে নতুন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ নতুন ইঞ্জিন মোদি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি আজ পর্যন্ত ৫০ বারের অধিক উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন। ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়ীর পর দিল্লি দিজপুরের দূরত্ব হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ফলে সারা উত্তর পূর্ববাসী তার কাছে চির কৃতজ্ঞ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিনের জনসভায় সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ব্যাপক আমজনতার ব্যাপক সাড়া প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়েন। রাষ্ট্র নির্মাণের যাত্রায় সুপ্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এক আত্মনির্ভর ভারত তথা অসম গড়ার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য দলীয় কার্যকর্তা তথা সাধারণ জনতাকে আহ্বান জানিয়েছেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। এদিনের সভায় বিজেপির জাতীয় উপসভাপতি তথা অসমের প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, সহ প্রভারী পবন শর্মা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, রাজ্যসভার সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতা, গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য, বিধায়ক অতুল বরা, বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া, বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে এই নেতারা এক সাংবাদিক বৈঠকও আয়োজন করে কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার নেতৃত্বে ১২ টি রাজনৈতিক দলের ১৫ জন নেতার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্মারকপত্র প্রদান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতি হওয়ার অভিযোগ জানানোর উদ্দেশ্যে অসম বিধানসভার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার নেতৃত্বে ১২ টি রাজনৈতিক দলের ১৫ জন নেতা রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সংক্রান্তে বিরোধী দলের নেতারা অসমের বিভিন্ন জলন্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্যপালকে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত রাজ্যের ১২ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের মোট ১৫ জন নেতা শনিবার রাজভবনে উপস্থিত হয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন রিপুন বরা, জাতীয় দলের সভাপতি তথা রাজ্যসভার সংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া, অসম জাতীয় পরিষদের উপসভাপতি সি কে দাস, আম আদমি পার্টির সভাপতি ডঃ ভবেন চৌধুরী, অসম বিধানসভায় কংগ্রেসের উপদলপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন, কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান মঞ্জিত মহন্ত, সিপিআই এর রাজ্য উপসচিব রাতুল বরা, এনসিপি অসমের সভাপতি ধীরেন অধিকারী, রাইজর দলের সাধারণ সম্পাদক রাসেল হোসেন, সিপিআই (এমএল) এর স্টেট স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য পঙ্কজ কুমার দাস, সিপিআই (এম) এর স্টেট কাউন্সিল সদস্য সত্যঞ্জীব দাস, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সভাপতি স্বর্ণা হাজারিকা, জনতা দল ইউনাইটেড এর সভাপতি পরেশ নাথ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান দিলীপ শর্মা। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার নেতৃত্বে ১২ টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসমের সাম্প্রতিক উদ্বেগ জনক আইনশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই সংক্রান্তে তাৎক্ষণিক ভাবে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলটিকে রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়ে বলেন এই সম্পর্কে অতি শীঘ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে এনে এক্ষেত্রে আলোচনা করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলবেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মূলত এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত সিবিআই এর পরিবর্তে হাইকোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতিকে অর্পণ করার দাবি জানিয়েছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে অসম সরকারের বেপরোয়া ভূমিকার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো জানানো তথ্য অনুযায়ী রাজ্যপাল বলেছেন এই ঘটনাকে সাধারণ দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর ঘটনা বলে মানা হয়নি। বরং এই বিষয়ে প্রকাশিত নানা তথ্য কিংবা প্রচার মাধ্যমের খবর অনুযায়ী এটাকে এক হত্যাকাণ্ড বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। এসআই জোনমণি রাভার হত্যাকাণ্ড ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে থাকা সীমানা বিবাদ সমাধান হওয়া বলে সরকার বারংবার জনসমক্ষে ঘোষণা করছে। অথচ অসমের জমি প্রতিবেশী রাজ্যগুলো দখল করে চলেছে এবং রাজ্যের নিরীহ ব্যক্তিদের সীমানার ওপরে থাকা ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তাছাড়া তিনসুকিয়া জেলার লিডু মার্গেরিটায় কয়লা খননের অবৈধ চোরা কারবার তথা খনন অব্যাহত রয়েছে। অসম সরকারের মন্ত্রী বিধায়ক পুলিশ এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের জ্ঞাতে এইভাবে অবৈধ ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দলগুলো রাজ্যপালকে প্রদান করা স্মারকপত্রে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে। একাংশ দুষ্টচক্রের এই ধরনের অবৈধ ব্যবসার ফলে বিগত দিনে বেশ কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা এই বিষয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের দাবি জানান। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে রাজ্যপালের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

২০২৩ সালের ২২ থেকে ২৬ জুন কামাখ্যা মন্দিরের ফের অম্বুবাচী মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি

মন্দির পরিচালনা কমিটির সঙ্গে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার বৈঠক

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রতি বছরের মত ২০২৩ সালেও কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অম্বুবাচী মেলা। আগামী ২২ থেকে ২৬ জুন এর জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। এবারের মেলায় ২২ জুন রাত ২ টা ৩০ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি হবে। এরপর ২৩, ২৪ এবং ২৫ জুন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে। ভক্তদের জন্য কামাখ্যা মন্দিরের দরজা খুলবে ২৬ জুন। চলিত বছরের অম্বুবাচী মেলার জন্য বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্দিরের দেবালয় কর্তৃপক্ষের দলৈ। তাছাড়া আগন্তুক মেলাকে কেন্দ্র করে এর প্রস্তুতি সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখতে মন্দির পরিচালনা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। উল্লেখ্য এমনিতে কামাখ্যা মন্দির ভারতের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান, যা রয়েছে অসমের গুয়াহাটি মহানগর। তবে কামাখ্যা মন্দিরে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হওয়া অম্বুবাচী মেলা ভক্তদের পাশাপাশি পর্যটকদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।। পর্যটকদের জন্য কামাখ্যা মন্দির সর্বদা এক মনোমুগ্ধকর যাত্রা বলে গণ্য হলেও অম্বুবাচী মেলায় অংশগ্রহণ প্রত্যেককে এক অতিরিক্ত ভিন্ন অনুভূতি প্রদান করে আসছে। কামাখ্যা মন্দিরে যুগ যুগ ধরে অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি ২০১৯ সালের অম্বুবাচী মেলায় নজিরবিহীন ভাবে রেকর্ড সংখ্যায় ২৫ লক্ষ দেশ বিদেশের ভক্তের সমাগম হয়েছিল। কিন্তু এরপর ভয়াবহ করোনা মহামারীর জন্য অম্বুবাচী মেলায় কামাখ্যা মন্দিরে ভক্তদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই ভাবে দুই বছর কেটে যাওয়ার পর ২০২২ সালে ফের একবার অম্বুবাচী মেলায় সেই পুরোনো উৎসাহ দেখা গিয়েছে। একইভাবে চলতি বছর ২২ থেকে ২৬ জুন ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা অম্বুবাচী মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। কামাখ্যা মন্দিরের দেবালয় কর্তৃপক্ষের দলৈ জানান চলতি বছরের অম্বুবাচী মেলাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এবার মেলার চার দিন রাত নটার পর কামাখ্যা মন্দির প্রাঙ্গণ তথা নীলাচল পাহাড়ে ভক্তদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে। তাছাড়া রাত নটার পর মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকা ভক্তদেরও ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মূলত প্রতিদিন ভক্তদের জন্য কামাখ্যা মন্দির প্রাঙ্গনে রাতের ভিতরে এক স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সারারাত ধরে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পর অবশেষে ভোর থেকে ফের একবার ভক্তদের আগমনের অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। মন্দিরের দেবালয় কর্তৃপক্ষের দলৈ বলেন আসন্ন অম্বুবাচী মেলার জন্য ৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিযোগে করা হবে। তাছাড়া এনসিসি স্কাউট, গাইড এর পাশাপাশি বসবাস করা ব্যক্তিদের তরফে স্বেচ্ছাসেবক আসবেন। দেবালয়ের দেড়শ সুরক্ষা কর্মীও এক্ষেত্রে নিযোজিত করা হবে। একই সঙ্গে মহানগর জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের তরফেও যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মন্দির পরিচালনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন নিজস্বভাবে পদক্ষেপ নেবে। অন্যদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা কামাখ্যা মন্দির থেকে পার্কিং পর্যন্ত পরিচালনা কমিটির অধীনে থাকবে। তার ওপর আরো ৪০০ সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। দেবালয় কর্তৃপক্ষের দলৈ বলেন মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন চেক জেটের ব্যবস্থা করা হবে। সড়ক থেকে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত ভক্তদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিশ্রাম নেবার শিবির, স্বাস্থ্য শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা হবে বলো উল্লেখ করেছেন তিনি। এদিকে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া শনিবার কামাক্ষা মন্দির উপস্থিত হয়ে দেবালয় পরিচালনা কমিটির সঙ্গে অম্বুবাচী মেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এই মেলায় আগমন ঘটা প্রত্যেক তীর্থযাত্রী এবং ভক্তদের অসুবিধা না হয় সে ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে আয়োজন করা হবে। এবার এই প্রথম অম্বুবাচী মেলায় রাত নটার পর ভক্তদের আগমন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মন্দিরের উদ্দেশ্যে থাকা সড়কের নিলাচল পাহাড়ের নিচেই ভক্তদের আটকে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। রাত ন'টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পাহাড়ে উঠার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তাছাড়া সে সময় যারা মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকবেন তাদের বারোটা একটার মধ্যে পাহাড় থেকে নিচে নেমে যেতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ মন্দিরের সড়কে এবং প্রাঙ্গনে সাফাই অভিযান চালানো হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন প্রতিবার ভক্তরা রাত বারোটা ২টা পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। এর ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। অবশেষে মন্দির পরিচালনা কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মন্দির দর্শনের জন্য কোন ধরনের ভিআইপি পাস অথবা ভিআইপি ভক্তের অনুমতি দেওয়া হবে না। সাধারণ ভক্তরা যেভাবে দর্শন করেন প্রত্যেককে সেভাবে মন্দিরে আসতে হবে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ভরলুমুখের সোনারাম ময়দান, পাণ্ডু পোর্ট এবং কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ভক্তদের জন্য শিবির স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ২২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিবির গুলোর উদ্বোধন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

‘বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়া’ ম্যাচে হার ‘প্রাপ্য ছিল না’ ইন্টার মিলানের

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ রেফারির শেষ বাঁশি ম্যানচেস্টার সিটির জন্য যদি হয় উৎসব শুরুর সংকেত, ইন্টার মিলানের জন্য সেটি হৃদয়ভঙ্গের ধ্বনি। যে হারে ভালো খেলতে না পারার হতাশার চেয়ে আক্ষেপই ছিল বেশি। শেষ দিকে রোমেলু লুকাকু যদি গোলের অমন সুযোগ নষ্ট না করতেন, সিটি গোলরক্ষক এদেরসন যদি দুর্ভেদ্য দেয়াল না হয়ে উঠতেন! চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে সিটির কাছে ১-০ গোলে হারের পর ইন্টার কোচের মুখে তাই যতটা না হারের হতাশা, তার চেয়ে বেশি শোনা গেছে ভালো খেলার তৃপ্তি আর অল্পের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার অতৃপ্তির কথা। ৪৭ বছর বয়সী ইতালিয়ান এই কোচ বেশ সন্তুষ্টি নিয়েই বললেন, ‘তাঁর দল গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে’। এই হার তাঁদের ‘প্রাপ্য ছিল না’। ২০১০ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল ইন্টার মিলান। এরপর এবারের আগে দলটি কোয়ার্টার ফাইনালও খেলতে পারেনি। এর মধ্যে সর্বশেষ চার আসরে সর্বোচ্চ অর্জন ছিল শেষ ষোলো। এবার শেষ ষোলোতেও ওঠা যাবে কি না সংশয় ছিল শুরুতে। গ্রুপ পর্বেই মুখোমুখি হতে হয়েছে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে। সেই ‘মৃত্যুকূপ’ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধাপে ধাপে ইস্তাম্বুলের ফাইনালে জায়গা করে নেয় ইনজাগির দল।

ফাইনালে রীতিমতো উড়তে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ইন্টার মিলান পাত্তা পাবে না, এমনটি ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। পেপ গার্দিওলার দলের সাম্প্রতিক ফর্মও সে সাক্ষ্যই দিচ্ছিল। তবে আতাতুর্ক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে লড়াকু এক ইন্টারকেই দেখল সিটি। প্রথমার্ধে ঠিকমতো আক্রমণই গুছিয়ে উঠতে পারেনি প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৮ মিনিটে রদ্রির আচমকা গোলে পিছিয়ে পড়লেও শেষ দিকে অন্তত দুটি গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করে ইন্টার। যার একটিও জালে গেলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত। জমাট রক্ষণ তৈরি করে রাখা ইন্টার সুযোগ নিতে পারত সমতা কিংবা জয়েরও। তবে কোনোটাই হয়নি শেষ পর্যন্ত। গোলের সুযোগ নষ্ট করা লুকাকুকে ম্যাচশেষে জড়িয়ে ধরেন কোচ সিমোন ইনজাগি গোলের সুযোগ নষ্ট করা লুকাকুকে ম্যাচশেষে জড়িয়ে ধরেন কোচ সিমোন ইনজাগিরয়টার্স ম্যাচ শেষে হারের জন্য হতাশ হলেও শিষ্যদের খেলায় সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন ইনজাগি, ‘এমন একটা রাতে, একজন খেলোয়াড়ও খারাপ খেলেছে আমি বলব না। তারা গোটা পৃথিবীকে দেখিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে তারা কত ভালো খেলতে পারে। কারণ, সিটি কোন মানের দল সবাই জানে।’

রেফারির শেষ বাঁশির পর প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে ভালো খেলার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন উল্লেখ করে ইন্টার মিলান কোচ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমি প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক এক করে জড়িয়ে ধরেছি। কারণ, তারা সবাই অসাধারণ খেলেছে। আমাদের সমর্থকদের ভিন্ন ফল দেখাটা প্রাপ্য ছিল। আশা করি, তারা এই দলটাকে যেভাবে খেলতে দেখেছে, তাতে তারা খুশিই হয়েছে।’ এমন একটা ম্যাচে জয় ইন্টার মিলানের প্রাপ্য ছিল মনে করেন ইনজাগি। সেটা না হলেও খেলোয়াড়দের গর্বিত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন এই ইতালিয়ান, ‘ছেলেরা খুব হতাশ। তবে যেভাবে খেলেছে, তাতে গর্বিত হওয়া উচিত। হারটা আমাদের প্রাপ্য ছিল না। সেরা মানের একটি দলের বিপক্ষে একটা দারুণ ফাইনাল খেলেছে ইন্টার।’

ভারতের অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা গুঁড়িয়ে শিরোপা অস্ট্রেলিয়ার

ওভাল ঃ ‘ভারতের ঝুলিতে আছে আশা, অস্ট্রেলিয়ার আছে রান। ২৭৯ রান।’

ইএসপিএনক্রিকইনফোর বল বাই বল ধারাভাষ্যে দিনের খেলা শুরুর আগে লিখেছিলেন সিদ্ধার্থ মঙ্গা। শেষ দিন ৭ উইকেট হাতে নিয়ে প্রয়োজন আরও ২৮০ রান, ভারতের আশা করা ছাড়া আর কীইবা করার ছিল! ভারতের সে আশা ২০১৩ সালের পর কোনো আইসিসি ট্রফি জয়ের। সেই আশা আর পূরণ হয়নি। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলতে এসে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে ভারতকে। ওভালে পঞ্চম দিনে বর্ধিত প্রথম সেশনেই ৫৫ রান তুলতে শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছে রোহিত শর্মার দল। ফলে প্রথমবার ফাইনাল খেলতে এসে ২০৯ রানের জয়ে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুই আসরের শিরোপা গেল তাসমান পাড়ের দুই দেশে। এর মাধ্যমে পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব ধরনের বৈশ্বিক শিরোপা জয়ের কীর্তিও গড়া হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার।

পঞ্চম দিনে ভারতের আশার অন্যতম প্রতীক হয়ে ছিলেন ৪৪ রানে অপরাজিত বিরাট কোহলি। তিনি সিঙ্গেল নেন, ওভাল ফেটে পড়ে উল্লাসে। তবে যে টেস্টে ভারত প্রায় শুরু থেকেই পিছিয়ে, সেই টেস্টের চেহারা নিজের ব্যাটে বদলে দিতে পারেননি কোহলি।

দিনের সপ্তম ওভারেই ভারতের আশার পালে লাগে প্রথম ধাক্কা। ওভালের পঞ্চম দিনের পিচে অন্তত সকালে পেসারদের জন্য কিছু না কিছু থাকবে, অস্ট্রেলিয়ার এই আশা পূরণ হয়েছে। বোল্যান্ডের করা ওই ওভার শুরু হয়েছিল কোহলির বিপক্ষে কট বিহাইন্ডের আবেদন দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া সে আউটের আশায় রিভিউও খরচ করে ফেলে। সে রিভিউ সফল হয়নি, অফ স্টাম্পের বাইরের পরের বলটি ছেড়ে দেন কোহলি। ওভাল আবার সরব হয়ে ওঠে ভারতীয় সমর্থকদের চিৎকারে। তবে সেটি স্তব্ধ হয়ে যায় ওভারের তৃতীয় বলে।

অফ স্টাম্পের বাইরের ফুললেংথের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ তোলেন ৪৯ রান করা কোহলি, দ্বিতীয় স্লিপে ডাইভ দিয়ে দারুণ এক ক্যাচ নিয়েছেন স্টিভেন স্মিথ। এক বল পর বোল্যান্ডের শিকার রবীন্দ্র জাদেজা, প্রথম ইনিংসে প্রতি আক্রমণে ভারতকে আশা জুগিয়েছিলেন যিনি। অফ স্টাম্পের একটু বাইরে লেংথ বলে ছিল হালকা মুভমেন্ট, তাতেই খোঁচা দেন জাদেজা। ওভারের শেষ বলেও উইকেট পেতে পারতেন বোল্যান্ড, শ্রীকর ভরতের ক্যাচ স্লিপের একটু ওপর দিয়ে যাওয়াতে হয়নি সেটি। ১৭৯ রানে ৩ উইকেটের স্কোর নিয়ে ওভারটি শুরু হয়েছিল ভারতের, শেষ হয় ৫ উইকেটে ১৮৩ রানে।

ভারতের পরের আশার নাম ছিল রাহানে। দ্রুত ২ উইকেট হারালেও ইতিবাচক ছিলেন, ভরতের সঙ্গে ৩৩ রানের জুটিও গড়েন, বাউন্ডারি পাচ্ছিলেন নিয়মিত। কিন্তু স্টার্কের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে লেংথ পড়তে ভুল করে ব্যাট চালিয়ে ক্যাচ দেন উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে। আউট হওয়ার পরপরই মাথায় চাপড় মেরে যেন নিজেকেই বুঝাচ্ছিলেন, কী ভুলটা করেছেন। কোহলির মতো তিনিও থামেন ফিফটির আগেই।

ভারতের গুটিয়ে যেতে এরপর খুব একটা সময় লাগেনি। রাহানের উইকেটের পরের ওভারে সফল নাথান লায়নও। এলবিডব্লিউর ব্যর্থ রিভিউ শেষে ফেরেন শার্দূল ঠাকুর। স্টার্কের বাউন্সারে এরপর উইকেটের পেছনে ক্যাচ তোলেন উমেশ যাদব, যেটি দারুণভাবে নেন ক্যারি। লায়নের বলে স্টাম্পিং থেকে বেঁচে যাওয়া ভরত এরপর ক্যাচ তোলেন সোজা ওপরে। অস্ট্রেলিয়া শিরোপার উল্লাসে মেদে ওঠে লায়নের বলে সিরাজ রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে বোল্যান্ডের হাতে ধরা পড়ায়। দ্বিতীয় ইনিংসে লায়ন ও বোল্যান্ড মিলেই নেন ৬টি উইকেট। তবে ফাইনালের সেরা এদের কেউ নন, প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের জন্য সেই স্বীকৃতি পেয়েছেন ট্রাভিস হেড।

‘গোল মিসের যন্ত্রণা নিয়েই বাঁচতে হবে লুকাকুকে’

প্যারিস ঃ এই যন্ত্রণা রোমেলু লুকাকু ভুলবেন কী করে? গত বিশ্বকাপে তাঁর ভুলেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বেলজিয়ামকে। সেই যন্ত্রণাকে কবর দেওয়ার সুযোগ লুকাকুর সামনে এসেছিল গতকাল রাতে। কিন্তু আক্ষেপ মেটানোর বদলে আরও বাড়ালেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে পিছিয়ে পড়া ইন্টার মিলানকে সমতায় ফেরানোর দারুণ সুযোগ পেয়েও বল জালে জড়াতে পারেননি লুকাকু। আরেকবার সতীর্থের গোলের প্রচেষ্টার সামনে অসাবধানতাবশত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই ফরোয়ার্ড। তাঁর এ দুই ভুলই ইন্টারকে ফিরতে দেয়নি ম্যাচে। বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালেও এমন ভুল করে আলোচনায় এখন লুকাকু। ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি বলেছেন, মানুষ এখন হারের দায় লুকাকুকেই দেবে। এই ভুলের বেদনা বুকে নিয়েই থাকতে হবে তাঁকে। ইস্তাম্বুলের ফাইনালে ৬৮ মিনিটে রদ্রির গোলে পিছিয়ে পড়ে ইন্টার। এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টায় ২ মিনিট পরই গোলে সুযোগ তৈরি করে ইতালিয়ান ক্লাবটি। তবে ফেদেরিকো দিমারকোর হেড বারে লেগে ফিরে আসে। একই খেলোয়াড়ের ফিরতি প্রচেষ্টায় বল জালে জড়ানোর পথেই ছিল। কিন্তু সেখানে বাধ সাধেন ইন্টার ফরোয়ার্ড লুকাকু। অসাবধানতাবশত বলের সামনে পড়ে যান এই স্ট্রাইকার। তাঁর গায়ে লেগে বল ফিরে এলে গোলবঞ্চিত হয় ইন্টার। সেই ভুল ক্ষমা করা গেলেও ৮৮ মিনিটে লুকাকু যা করেছেন, সেটি ভুলতে হয়তো আরও অনেক দিন লাগবে ইন্টার সমর্থকদের। রবিন গোসেন্স দারুণ এক কাটব্যাক করে বল দিয়েছিলেন বেলজিয়ান স্ট্রাইকারের সামনে। লুকাকুর সামনে তখন শুধু এদেরসন। দুই পাশে ফাঁকা জায়গা। কিন্তু ইন্টার স্ট্রাইকার হেড নিলেন একেবারে এদেরসনকে লক্ষ্য করে। বলটা নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি এদেরসন, তবে ফিরতি বল বাইরে পাঠিয়ে কর্নারের বিনিময়ে সিটিকে বাঁচিয়ে দেন রুবেন দিয়াজ। ইন্টারের আশাও শেষ হয়ে যায় লুকাকুর ওই মিসেই।

লুকাকুর এই দুই ভুল নিয়ে অঁরি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের পর যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল, এখনো তেমনটাই হবে। যদিও দিমার্কোর প্রচেষ্টার সময় যা হয়েছে, সেটি এড়ানো কঠিন ছিল কিন্তু মানুষ তাকেই দোষ দেবে।’

এই যন্ত্রণা নিয়ে লুকাকুকে চলতে হবে জানিয়ে অঁরি আরও বলেছেন, ‘ছয় গজি বক্সের হেডটি বারবার ফিরে আসবে এবং তাড়া করে বেড়াবে। তাকে এটা নিয়েই বাঁচতে হবে। আমি নিজেও ফাইনাল জিতেছি, ফাইনাল হেরেছি। কখনো কখনো আপনি সঠিক জায়গায় থাকেন না।’ এর আগে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে বাঁচামরার ম্যাচেও একই ভুল করেছিলেন লুকাকু। বিশ্বকাপের সেই ম্যাচে ৬০ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে পোস্টের খুব কাছে গিয়ে শট নিয়েছিলেন কারাসকো। এগিয়ে এসে রুখে দেন ক্রোয়েশিয়া গোলকিপার দমিনিক লিভাকোভিচ। বল পেয়ে যান লুকাকু। তাঁর জোরালো শট পোস্টে লেগে দিক পাল্টে যায়। এরপর খালি পোস্ট পেয়েও গোল করতে পারেননি। তাঁর হেড চলে যায় বাইরে। ৯০ মিনিটে থরগান হ্যাজার্ডের ক্রস থেকে বল জালে জড়ানোর সুযোগ ছিল লুকাকুর। কিন্তু বুক দিয়ে বল রিসিভ করে সুযোগ নষ্ট করেন তিনি।

মাঠে থেকেই ম্যান সিটির ইতিহাস গড়া দেখলেন সাকিব

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আন্তর্জাতিক ফুটবল, বিশেষ করে সেটা যদি হয় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ সেই উত্তেজনার একটা ঢেউ সব সময়ই এসে পড়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ড্রেসিংরুমে। ইউরোপিয়ান ফুটবলের বড় ম্যাচের আগে-পরেও উত্তেজনার বাষ্প ছড়ায় সেখানে। তবে সেটার অন্যতম শর্ত অবশ্যই সে ম্যাচে মেসি, রোনালদোর উপস্থিতি থাকতে হবে। একটা সময় যখন এ দুজন বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদের তাঁবুতে ছিলেন, ভৌগোলিক দূরত্বকে ছিন্ন করে সেটি বাংলাদেশ ড্রেসিংরুমেও তৈরি করে রাখত অদৃশ্য বিভাজন রেখা। এ দুজন যেহেতু ছিলেন না, স্বাভাবিকভাবেই এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল নিয়ে মিরপুরে সে রকম উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়নি। রাত জেগে ম্যানচেস্টার সিটি বনাম ইন্টার মিলান ফাইনাল দেখা দর্শক দু-চারজন তবু ছিলেন আজ ড্রেসিংরুমে। তাঁদের মধ্যে ম্যান সিটি-ইন্টার ফাইনাল নিয়ে মৃদু আলোচনাও হলো।

তবে সে আলোচনার বিষয়বস্তু যত না ম্যান সিটি, ইন্টার, হলান্ড বা সিটিকে একমাত্র গোলে শিরোপা জেতানো রদ্রি, তার চেয়ে বেশি ম্যান সিটিকে প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা এনে দিয়ে ট্রেবল জেতানো কোচ পেপ গার্দিওলাকে নিয়ে। গার্দিওলার বেশ কয়েকজন ভক্তও আছেন বাংলাদেশ দলে। অবশ্য চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল নিয়ে মিরপুরে আলোচনাটা বেশি জমে উঠতে পারে আরও দু-এক দিন পর। মুশফিক, লিটন, মিরাজরা যে তখন হাতের কাছে এমন একজনকে পেয়ে যাবেন, যিনি কাল রাতে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে স্বচক্ষে দেখেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল-সাকিব আল হাসান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে সাকিব পরদিনই গিয়েছিলেন মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মিটিং সেরে চলে গেলেও গত বৃহস্পতিবার করে গেছেন ফিটনেস ট্রেনিং। চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল দেখতে ইস্তাম্বুলে যাওয়ার পরিকল্পনা সাকিবের তার আগে থেকেই। সে পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঢাকা ছেড়েছেন গতকাল ভোরে। কাল ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বসে উপভোগ করেছেন ফাইনাল। ফাইনালটা তিনি কেমন উপভোগ করেছেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি সাকিবকে। তবে সাকিবের একাধিক ঘনিষ্ঠ সূত্র নিশ্চিত করেছে কাল রাতে তাঁর চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল দেখার খবর। ১৩ জুন সকালে সাকিবের দেশে ফেরার কথা। আঙুলের চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের দলে নেই সাকিব। তাঁর পরিবর্তে টেস্টে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। সাকিবের খেলায় ফেরার কথা ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে।

সংক্ষিপ্ত ››

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এলে প্রার্থিতা বাতিল হবে : সিইসি হাবিবুল আউয়াল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনের দিন, সকল ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় এনে ভোট পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। ১০ জুন সকালে, সিলেট সিটি নির্বাচনে মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় কথা বলেন তিনি। সিইসি বলেন, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এলে প্রার্থিতা বাতিল হবে। কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, আমরা সিসিটিভির মাধ্যমে সব কেন্দ্রের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবো। কোনো ভোটার যদি সঠিকভাবে ভোট দিতে না পারেন, আপনারা জানাবেন। আমরা ঢাকায় বসে ব্যবস্থা নেবো। ইভিএম প্রসঙ্গে হাবিবুল আউয়াল বলেন, ইভিএম নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। এটার পরীক্ষা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এলে প্রার্থিতা বাতিল হবে। আপনারা এমন কিছু করবেন না, যাতে প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যায়। পলিথিনে মোড়ানো ব্যানার-পোষ্টার নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা এতো নিষ্ঠুর হতে পারবো না। এটা নিয়ে আইন আছে। পুলিশ চাইলে পলিথিনে মোড়ানো ব্যানার-পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলতে পারে। আর এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য এটা করা যাবে না। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে প্রচারণার ধরন পাল্টে যেতে পারে। এটা সময়ের প্রয়োজনে হয়ে যাবে। তথ্যপ্রযুক্তি এতে যোগ হবে। প্রার্থীরা ফেসবুকে প্রচারণা চালাবে। আগামী প্রচারণার ধরন সম্পর্কে আমাদের ভেবে দেখতে হাবে। সিলেট সিটি নির্বাচনে মোট ৮ জন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর কাউন্সিলর পদে লড়ছেন ৩৬০ জন প্রার্থী। এদের মধ্যে ২৭৩ জন সাধারণ ওয়ার্ডে এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে (নারী কাউন্সিলর) ৮৭ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। এই সিটিতে এখন ওয়ার্ড সংখ্যা ৪২টি। ৭৯ দশমিক ৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই মহানগরীতে ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৩ জন এবং নারী ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩৮৪ জন।

পোপ সেরে উঠছেন,তবে রবিবারের আশীর্বাদে থাকবেন না

রোম (ওয়েবডেস্ক)ঃ পোপ ফ্রান্সিস অস্ত্রোপচার থেকে ভালভাবেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। তবে, চিকিৎসকরা তাকে হাসপাতালের বারান্দা থেকে রবিবারের আশীর্বাদ না দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে তার তলপেটে চাপ না পড়ে।
গেমেলি হাসপাতালে সংবাদদাতাদের ব্রিফিংকালে শনিবার প্রধান শল্যচিকিৎসক সের্জিও আলফিয়েরি বলেন, ৮৬ বছর বয়সী পোপ চিকিৎসকদের পরামর্শের সঙ্গে একমত হয়েছেন যে তিনি অন্তত আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। তলপেটের হার্নিয়া সারিয়ে তুলতে, বুধবার পোপ ফ্রান্সিসের শরীরে তিন ঘন্টা ধরে অস্ত্রোপচার করা হয়। আলফিয়েরি বলেন, ২০২১ সালে একই হাসপাতালে শেষবার পোপের অস্ত্রোপচার হয়েছিলো। সেই সময় তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তবে, সেই আশীর্বাদ তিনি করেছিলেন অন্ত্রের অস্ত্রোপচারের সাত দিন পর। তিনি বলেন, যতবার তিনি বিছানা থেকে উঠছেন এবং আরাম কেদারায় বসছেন, ততবার তার তলপেটে চাপ পড়ছে। মাত্র তিন দিন কেটেছে। আমরা পবিত্র পিতাকে বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে ও (বারান্দায় দাঁড়ানোর) চাপ এড়াতে অনুরোধ করেছি। তিনি আরো বলেন, পোপের শিরা থেকে শুক্রবার নল খুলে নেয়া হয়েছে। আর, এখন তিনি আধা-শক্ত খাবার খাচ্ছেন। সবগুলো চিকিৎসা-সূচক স্বাভাবিক রয়েছে। হৃদযন্ত্রে কোনো সমস্যা নেই।

রাশিয়া-ইরান সামরিক সহযোগিতা নিয়ে 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন' জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত

জেনেভা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ড শুক্রবার বলেছেন, রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন তিনি। এর কারণ,ইউক্রেনের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধ চালাতে রাশিয়াকে এটি সক্ষম করবে।
এক বিবৃতিতে টমাস -গ্রিনফিল্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নথি দফতর সম্প্রতি তথ্য দিয়ে জানিয়েছে ইরান কীভাবে রাশিয়াকে শত শত একমুখী, মানবশূন্য বায়ুযান ও ইউএভি উৎপাদনকারী সরঞ্জাম দিয়েছে এবং সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে কিভে হামলা করতে, ইউক্রেনীয় পরিকাঠামো ধ্বংস করতে ও ইউক্রেনীয়দের হত্যা ও সন্ত্রস্ত করতে রাশিয়াকে সক্ষম করেছে সে বিষয়টি তুলে ধরে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি তথ্য প্রকাশ করেছে।
তিনি বলেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের ক্রিয়াকলাপ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১-নম্বর প্রস্তাব লঙ্ঘন করছে। এই প্রস্তাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসহ সমস্ত দেশকে ইরান থেকে এই ধরনের অস্ত্র আনার বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।
টমাস-গ্রিনফিল্ড জানান, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ এই লঙ্ঘনের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণও দিয়েছে তারা।
তিনি বলেন,এই লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর আহ্বানে আশু সাড়া দেওয়া জরুরি মহাসচিবের ।এতে অনেকের জীবন রক্ষা পেতে পারে।

টুকরো খবর

রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৬,৬২0 টন কয়লা পৌঁছেছে মোংলায়

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের বাগেরহাটে অবস্থিত রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি কয়লা নিয়ে একটি জাহাজ মোংলা বন্দরে ভিড়েছে। ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা নিয়ে আসা চীনের পতাকাবাহী এমভি জে হ্যায়৫২৬ জাহাজটি শনিবার ভোরে মোংলা বন্দরে নোঙর করে। জাহাজটিতে ২৬ হাজার ৬২০ মেট্রিক টন জ্বালানি কয়লা রয়েছে। শনিবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে জাহাজ থেকে কয়লা খালাসের কাজ শুরু হয়। খালাস করা কয়লা লাইটার জাহাজে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব জেটিতে নেয়া হচ্ছে। স্থানীয় শিপিং এজেন্ট টগি শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক লিমিটেড-এর খুলনা অফিসের সহকারী ব্যবস্থাপক খন্দকার রিয়াজুল হক বলেন, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি কয়লা নিয়ে জাহাজটি গত ২৭ মে ইন্দোনেশিয়া থেকে মোংলা বন্দরের উদ্দেশে ছেড়ে আসে। জাহাজটি শনিবার ভোর ৫টার দিকে বন্দরের পশুর চ্যানেলের হাড়বাড়িয়ার ১১ নম্বর অ্যাংকোরেজে নোঙর করে। জাহাজটিতে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা ২৬ হাজার ৬২০ মেট্রিক টন

জ্বালানি কয়লা রয়েছে। রিয়াজুল হক বলেন, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে আমাদানি করা কয়লা নিয়ে আরো একটি জাহাজ চলতি মাসের শেষের দিকে মোংলা বন্দরে ভিড়বে। জানা গেছে, এর আগে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৬ মে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এমভি বসুন্ধরা ইমপ্রেস ৩০ হাজার মেট্রিক টন এবং ২৯ মে এমভি বসুন্ধরা ম্যাজেস্টি ৩০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন কয়লা মোংলা বন্দরে আসে। পরে সেই কয়লা খালাস করে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে নেয়া হয়। বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। উল্লেখ্য, কয়লা সংকটে, ৯ জুন থেকে পটুয়াখালীর পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

মায়ের কবরের পাশে সমাহিত হলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান

ঢাকা ঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আলীপুর গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান। ১০ জুন বিকালে, দ্বিতীয় জানাযা শেষে, পারিবারিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যদায় মা সৈয়দা জাকিয়া খাতুনের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। প্রথমে বায়তুল মোকাররম মসজিদে, বাদ আসর বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী মায়ের শাড়িতে মুড়িয়ে, মায়ের কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয় তাকে। মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল আলমের দাফনের আগে বেগমগঞ্জ থানা পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অফ অনার প্রদান করেন। শুক্রবার দুপুরে পৈতৃক ভিটায় সিরাজুল আলম খানের মরদেহ আনা হয়। সেখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেয়। এ সময় প্রিয় নেতার মরদেহ দেখে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে 'দাদাভাই' হিসেবে পরিচিত ছিলেন সিরাজুল আলম খান। ১৯৬১ সালে ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক হন সিরাজুল আলম খান। ১৯৬৩ সালে তিনি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হয় তার উদ্যোগে।

নিবন্ধন ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জামায়াতে ইসলামীর, এক দশক পর ঢাকায় সমাবেশ

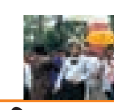

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশের ঢাকায় এক দশকের বেশি সময় পর সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, যেখানে তাদের নিবন্ধন ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দলের তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে ওই সমাবেশে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুম বলেছেন, বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর যে নিবন্ধন ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। ২০১৩ সালের পহেলা অগাস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। ২০১৮ সালের আটই ডিসেম্বর দলটির নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নিবন্ধন না থাকায় সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি দলটি। জামায়াতে ইসলামীর এই সভায় দলের তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। ঢাকা মহানগরের নায়েবে আমির হেলালউদ্দিন, তিনটি দাবিতে মিলিত হয়েছি সমাবেশে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করতে হবে, জামায়াতের নেতাদের মুক্তি দিতে হবে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। তাদের দাবি, গত ১৪ বছরে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর দেড় লক্ষাধিক মামলা করা হয়েছে এবং প্রায় ১৪ হাজার নেতাকর্মী কারাগারে রয়েছে। জামায়াতের নেতারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তারা যৌথ আন্দোলন শুরু করতে পারেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোবারক হোসেন বলেন, কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে ভবিষ্যতে যুগপৎ আন্দোলন, যৌথ আন্দোলন শুরু হতে পারে। আন্দোলন ছাড়া এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না।

রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পাল্টা অভিযানে 'মিশ্র অগ্রগতি'

মাস্কো (এজেন্সী) : ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী দেশটির দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছে তাতে গত ২৪ ঘন্টায় মিশ্র অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

এক বিবৃতিকে উদ্ধৃত করে রয়টার্স বার্তা সংস্থা জানাচ্ছে কিছু এলাকায় ইউক্রেনীয় বাহিনী সম্ভবত ভালো অগ্রগতি ঘটিয়েছে এবং রুশ প্রতিরক্ষা ব্যুহের প্রথম স্তরটি ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে অন্য কিছু জায়গায় তাদের অগ্রগতি ছিল অপেক্ষাকৃত ধীর গতির।

কিয়েভ বলেছে, শুক্রবার পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। একজন সামরিক মুখপাত্র বলেছেন ইউক্রেনীয় বাহিনী যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাখমুত শহরের কাছে আরো জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছে।

রাশিয়া বলছে, এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের পাল্টা অভিযান বা 'কাউন্টার অফেন্সিভ' ব্যর্থ হয়েছে। শনিবার ব্রিটিশ সরকারের বিবৃতিতে রাশিয়ার অর্জনকে 'মিশ্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

অন্যদিকে ইউক্রেন তাদের পাল্টা অভিযান যে শুরু হয়েছে এ কথাও বলেনি এবং বলার সম্ভাবনাও নেই। তবে সামরিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে অভিযান শুরু হয়ে গেছে।

রয়টার্স জানাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এখনো স্বাধীনভাবে করা রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ইউক্রেনীয় বাহিনীও তাদের চলমান অভিযান সম্পর্কে তেমন কোন কিছুই বলছে না।

ইউক্রেনের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে রাশিয়ার দখল করে নেয়া ভূমি পুনর্দখল করার জন্য ইউক্রেনের বাহিনী এই সামরিক অভিযান চালাচ্ছে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, ওডেসা শহরের আকাশে একটি রুশ ড্রোনকে গুলি করে ধ্বংস করার পর এর টুকরো পড়ে একটি আবাসিক ব্লকে আগুন লেগে গেছে। এতে তিনজন নিহত এবং ২৬ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী নারী এবং দুটি শিশু রয়েছে বলে একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

অন্য আরেক ঘটনায় মধ্য ইউক্রেনের পোল্টভা অঞ্চলের একটি বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে রুশ বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। স্থানীয় গভর্নর দিমিত্রো লুনিন বলেন, ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে এ হামলা চালানো হয়। এতে বিমানঘাঁটির অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয়েছে বলেও তিনি জানান।

বিবিসির বিশ্লেষক পল অ্যাডামস বলছেন, ইউক্রেনের অভিযান সম্ভবত এ সপ্তাহ শেষে বা তার ঠিক আগে আগে শুরু হয়।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবারেই টেলিগ্রামে প্রচারিত এক ভিডিও সাক্ষাতকারে বলেন, তারা নিশ্চিত যে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

তবে মঙ্গলবার নাগাদ বড় খবর হয়ে দাঁড়ায় নোভা কাখোভকায় নিপ্রো নদীর ওপরকার বাঁধ ধ্বংসের ঘটনাটি। এর প্রতিক্রিয়ায় নদীর দুপাশের প্রায় ৫৯৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জলেতে প্লাবিত হয়।

পল অ্যাডামস লিখছেন, রাশিয়া যতই অস্বীকার করুক, এটা মোটেই একটি আপতিক ঘটনা বা কোইনসিডেন্স বলে মনে হচ্ছে না। এই বাঁধটি এত দিন রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তার ওপর দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি যে ইউক্রেনের আক্রমণের লক্ষ্য হবে সেরকম একটা সম্ভাবনা ছিল ।

তার কথায়, এমন জোর সম্ভাবনা আছে যে রুশ বাহিনী হয়তো বাঁধটিকে উড়িয়ে দিয়েছে, যাতে ইউক্রেনীয় বাহিনীর অন্তত একটি আক্রমণের সম্ভাবনা বানচাল করে দেয়া যায়।

কিয়েভ এ জায়গাটির ব্যাপারে আগেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এপ্রিলের শেষ দিকে একবার ইউক্রেনীয় বাহিনী এ নদীটি পার হয়েছিল, তা ছাড়া নিপ্রো বদ্বীপ এলাকায় কয়েকটি ছোট দ্বীপের নিয়ন্ত্রণও দখল করেছিল।

এ জায়গাটির ব্যাপারে কিয়েভের সামরিক পরিকল্পনা কী তা জানা যায়না। তবে সেসব এখন অর্থহীন - কারণ বাঁধ ধ্বংসের পর যে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হয়েছে তাতে তাদের নদী পার হওয়া আপাততঃ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ ঘটনার পর কিয়েভ কর্তৃপক্ষকে বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে, এবং অন্য দিকে যুদ্ধ দৃশ্যত আরো তীব্র হচ্ছে পূর্বদিকে।

ইউক্রেন পাল্টা অভিযান শুরু করেছে, নিশ্চিত করলেন জেলেনস্কি

ইউক্রেন (এজেন্সী) : রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'কাউন্টার অফেন্সিভ' বা পাল্টা অভিযান শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি জানিয়েছেন এখন 'কাউন্টার অফেন্সিভ এবং ডিফেন্সিভ অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে'। তবে পাল্টা অভিযান শুরুর তথ্য নিশ্চিত করলেও, অভিযান কোন পর্যায়ে আছে এবং কোন অঞ্চলে হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু বলবেন না বলে জানিয়েছেন।

ইউক্রেনের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং লড়াই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এমন ধারণার মধ্যে মি. জেলেনস্কি ওই মন্তব্য করলেন। ইউক্রেনীয় সৈন্যরা পূর্বে বাখমুতের কাছে এবং দক্ষিণে জাপোরিশার কাছে অগ্রসর হয়েছে বলে জানা গেছে এবং রুশ লক্ষ্যবস্তুতে দূরপাল্লার হামলা চালিয়েছে।

তবে ফ্রন্টলাইন মানে যুদ্ধের ময়দানে ঠিক কী ঘটছে তার বাস্তবতা মূল্যায়ন করা কঠিন, কেননা যুদ্ধরত দুই পক্ষ বিপরীতমুখী কথা বলছেন।

ইউক্রেন এই যুদ্ধে তাদের অগ্রগতির দাবি করছে, এবং রাশিয়ার দাবি তারা সব হামলা প্রতিহত করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার প্রকাশিত একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইউক্রেনীয় বাহিনী তাদের আক্রমণ শুরু করেছে। তবে তাদের এই ব্যাপক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং ইউক্রেনের অনেক সৈনিক হতাহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাথে আলোচনার পর শনিবার কিয়েভে এক বক্তৃতায় মি. জেলেনস্কি রুশ প্রেসিডেন্টের কথাকে 'ইন্টারেস্টিং' বলে বর্ণনা করেছেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ভ্রু উঁচিয়ে এবং মি. পুতিন কে তা জানেন না এমন ভঙ্গি করে মি. জেলেনস্কি বলেছেন যে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়া বুঝতে পেরেছে যে, 'তাদের আর বেশি দিন বাকি নেই'। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনের সামরিক কমান্ডাররা ইতিবাচক মেজাজে আছেন, এটি পুতিনকে বলুন।

মি. ট্রুডো তার এই অঘোষিত সফরে এসে, ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা হিসেবে নতুন করে ৫০০ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার দেয়ার ঘোষণা দেন।

দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউক্রেন 'জোটের শর্ত পূরণ করলে' নেটো সদস্যপদ পাওয়ার ব্যাপারে সমর্থন দেবে কানাডা। তিনি জানিয়েছেন, জুলাইয়ে লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে নেটো সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এদিকে, গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপোশিয়ায় লড়াই বাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন রুশ কর্মকর্তারা। ওই অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনী আজভ সাগরের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, যা রুশ বাহিনীকে বিভক্ত করে দিতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে, ইউক্রেনের এই উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা নোভা কাখভকা বাঁধে বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক বন্যার কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

দেশটির দক্ষিণে দোনিপ্রো নদীর উভয় পাশে প্রায় ছয়শো বর্গকিলোমিটার এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে।

শনিবারের ভাষণে মি. জেলেনস্কি জানিয়েছেন, বন্যা কবলিত খেরসন এবং মিকোলিভ অঞ্চল থেকে তিন হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

খেরসনের কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, নদী তীরের ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্লাবিত হয়েছে এবং চার হাজার বসতবাড়ি পুরোপুরি তলিয়ে গেছে।

নোভা কাখভকা বাঁধে ধ্বংসের জন্য নেটো এবং ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী রাশিয়াকে দায়ী করে আসছে।

শুক্রবার রাতে রুশ হামলায় ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ওডেসায় তিনজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভূপাতিত করা রুশ ড্রোনের টুকরোগুলো কৃষ্ণসাগরের বন্দর সংলগ্ন শহরের একটি আবাসিক ভবনে আছড়ে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়।

জরুরী সেবা সংস্থাগুলো জানিয়েছে, তিন শিশু সহ ২৭ জন আহত হয়েছে এবং আগুন দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। তারা বলেন, ভবন থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে পোলতাভার মধ্যাঞ্চলে একটি বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে রাতভর রাশিয়া হামলা চালায়।

ইউক্রেনের বিমান বাহিনী অভিযোগ করেছে, ওডেসা অভিযান ছয় ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছে এবং তাতে আটটি স্থলভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩৫টি ড্রোন ব্যবহার হয়েছে।

বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো ২০টি ড্রোন এবং দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রে গুলি চালাতে সক্ষম হয়েছে। ছবিতে দেখা গেছে ওডেসায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে একটি কক্ষ ধ্বংসাবশেষে ভরে যায়। ঘরটির জানালাও উড়ে গিয়েছে। অন্যরা মাটিতে একটি বড় গর্ত দেখাতে পান।

পোলতাভা মধ্যাঞ্চলের একটি বিমানঘাঁটিও শনিবার রুশ হামলার শিকার হয়েছে। স্থানীয় গভর্নর বলেছেন যে এতে ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ড্রোন হামলাও হয়েছে। তিনি বলেন, এটি বিমান ঘাঁটির অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির ক্ষতি করেছে।

এদিকে, উত্তর-পূর্ব খারকিভ অঞ্চলে পৃথক হামলায় ২৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ট্রাম্প অভিযোগনামা কীভাবে পাল্টে দিতে পারে ২০২৪ নির্বাচন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : জাতীয় নিরাপত্তার অতি-গোপন নথিপত্র বাড়িতে নিয়ে অযত্নে অবহেলায় রাখার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কি তার ভোটারদের মনোভাব বদলে দেবে? ২০২৪ সালের নির্বাচন কি তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে?

ডোনাল্ড ট্রাম্প গত তিন মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত হলেন।

মার্চে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পর অনেকেই ধারণা করেছিলেন এর জন্য তাকে বড়রকমের রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তাকে মোটেই তা দিতে হয়নি।

তার ব্যবসা নিয়ে ভুয়া তথ্য দেওয়ার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটির এক কৌঁসুলি তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের পর রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ বেড়ে যায় বলে ফাইভথার্টিএইট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের করা জরীপে দেখা যায়।

২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য দলের মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেক পেছনে ফেলে দেন। মি. ট্রাম্প যে শুধু তার সমর্থকদের ধরে রাখতেই সমর্থ হন তা নয়, রিপাবলিকান পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতারাও তার পাশে এগিয়ে আসেন।

ট্রাম্পকে যারা ভোট দিয়েছেন এমন ভোটারদের ওপর এপ্রিল মাসে একটি জনমত জরীপ করেছিল ইউএসএ টুডে পত্রিকা। তাতে দেখা যায়, ট্রাম্পের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারই বলছে তাদের নেতার এসব আইনি ঝামেলায় তাদের মনোভাবে কোনো বদল হয়নি। এসব ভোটারদের ২৭ শতাংশ সেসময় বলেছিলেন, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগে তার প্রতি তাদের আনুগত্য বরঞ্চ আরো বেড়ে গেছে।

এ দফায় তার বিরুদ্ধে মূল সাতটি অভিযোগ আনা হয়েছে। তার মধ্যে দুটি অভিযোগ - অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রীয় গোপন নথি নিজের বাড়িতে রাখা এবং বিচারিক তদন্তে বাধা দেওয়া - খুবই গুরুতর।

নতুন দফা এই সংকট ছাড়াও, ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোট গণনায় তার কথিত হস্তক্ষেপ নিয়েও মি. ট্রাম্প আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের তদন্তকারীরা সেসময়কার ঐ অভিযোগ এখন খুঁটিয়ে দেখছেন।

আর, এসবের ফলে নিঃসন্দেহে মি. ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা চাপে পড়বে।

রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পেতে আগ্রহী অন্য দু-একজন প্রার্থীর সুবিধা হতে পারে এতে। যেমন, ফ্লোরিডার গভর্নর রন দেসান্তিস - যিনি নিজেকে এমনভাবে তুলে ধরছেন যে তিনি ট্রাম্পের নীতির সমর্থক, কিন্তু ট্রাম্পকে নিয়ে যে নানা দুর্নাম রয়েছে সেরকম কোনো দাগ তার নেই - তাকে রিপাবলিকান ভোটাররা বিকল্প ভাবতে শুরু করতে পারে।

গতমাসে একটি আদালতে মি. ট্রাম্পকে যৌন হামলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পর রিপাবলিকান পার্টির সেনেটর জন থিউন মন্তব্য করেছিলেন, এক পর্যায়ে পরিস্থিতি মি. ট্রাম্পের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

যা যা হচ্ছে তার একটি পুঞ্জীভূত প্রভাব রয়েছে, সিবিএস টিভিকে তিনি বলেন - একটা সময়ে গিয়ে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই নাটক তারা আর সহ্য করবে কিনা।

এত কিছুর পরও যদি জনমত নাও বদলায়, প্রার্থিতার মনোনয়ন পাওয়ার প্রক্রিয়ায় মনোযোগ ধরে রাখা মি. ট্রাম্পের জন্য কষ্টকর হবে।

ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে একটি মামলা চলছে যার জন্য তাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। আর এখন দু-দুটো মামলা।

তবে তার বিরুদ্ধে নতুন এসব অভিযোগ আনার পর, রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের অনেকেই মি. ট্রাম্পের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। দেসান্তিস এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এই অভিযোগ দায়েরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে নিন্দা করেছেন।

তবে সর্বসাম্প্রতিক এই অভিযোগ এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, আগের দফার অভিযোগগুলোর চেয়ে এটির মাত্রা ভিন্ন এবং এটি মি. ট্রাম্পের জন্য অধিকতর বিপদজনক।

প্রথম কথা, এটি নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের কোনো নির্বাচিত এবং দলীয় তদন্তকারীর মতামত নয়, বরঞ্চ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের একটি বিশেষ তদন্তের পরিণাম। এবং যদিও মি. ট্রাম্প এবং তার সহযোগীরা বলার চেষ্টা করবেন যে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জো বাইডেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসব করছেন, কিন্তু বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে এই তদন্ত হওয়ায় তেমন অভিযোগ ধোপে টেকানো কঠিন হতে পারে।

বিচার বিভাগের নিয়োগ করা বিশেষ কৌসুলি জ্যাক স্মিথ, যিনি এই তদন্ত করে অভিযোগনামা তৈরি করেছেন, এর আগে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান উভয় দলের অনেক নেতাকে আদালতে নিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন ব্র্যাগের সাথে জ্যাক স্মিথকে এক কাতারে ফেললে জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা।

তাছাড়া, যেসব অভিযোগ এবার দায়ের হয়েছে সেগুলো - যেমন, বিচারকার্যে বাধা প্রদান এবং জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত স্পর্শকাতর নথিপত্র নিয়ে অসাবধানতা - খুবই গুরুতর।

মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখন যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু মানুষকে কারাগারে যেতে হয়েছে।

নিউ ইয়র্কের মামলাকে রিপাবলিকান ভোটাররা মি. ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে অগ্রাহ্য করতেই পারে। এর আগেও এসব নাটক অগ্রাহ্য করে তারা দুবার তাকে ভোট দিয়েছে।

কিন্তু নিরাপত্তা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় গোপন নথিপত্র ফ্লোরিডায় তার নিজের বাড়িতে কেন তিনি রেখেছিলেন - এসবের বিস্তারিত তথ্য বেরিয়ে পড়লে তার সমর্থকরাও সেগুলোকে গুরুত্ব দিতে শুরু করতেই পারে।

মি. ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকিতে ফেলেছিলেন এমন আলামত যদি সত্যিই পাওয়া যায়, তাহলে আদালতে সেই মামলা বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

এবং সেইসাথে জনমতের আদালতেও তার তা গুরুত্ব পেতে শুরু করবে।